কাঁচামাটি
মানস কুমার ঠাকুর

কাঁচামাটি

কাঁচামাটি

মানসকুমার ঠাকুর

রোহিণী নন্দন
১৯/২ রাধানাথ মল্লিক লেন
কলকাতা - ৭০০ ০১২

KANCHAMATI
A collection of poems
by Manas Kumar Thakur
প্রকাশ কাল : ২০২১
ISBN: 978-93-91572-56-3
গ্রন্থ স্বত্ত্ব : মানস কুমার ঠাকুর
প্রকাশক : রোহিণী নন্দন
১৯/২, রাধানাথ মল্লিক লেন, কোলকাতা-৭০০ ০১২
Mail to: rohininandanpub@gmail.com
visit us at : www.rohininandan.com
বর্ণ সংস্থাপন ও মুদ্রণ : রোহিণী নন্দন মুদ্রণ বিভাগ
১৯/২, রাধানাথ মল্লিক লেন, কোলকাতা-৭০০ ০১২
বিনিময় মূল্য : ₹ ২০০/-

উৎসর্গ

বাবা ও মাকে

মায়ের কথা

আমাদের সন্তান খুঁচো অর্থাৎ মানস কুমার ঠাকুর সামাজিক জীবনে যোগ্যতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ ''মানসী'' পাঠক মহলে সমাদৃত হয়েছে। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ''কাঁচামাটি'' প্রকাশিত হতে চলেছে। জীবনের দুটি পর্বে তার সাফল্য এবং উত্তরণ আমার জীবিত সময়ের অন্যতম বড় অধ্যায়। সন্তানের কৃতিত্বে যখন বাবা মায়ের মুখ উজ্জ্বল হয় তখন যে আনন্দ হয় অপরিসীম। জানি ওর কবিতার মধেয রয়েছে সামাজিক সচেতনতার প্রকাশ। জীবনের সব ক্ষেত্রেই মঙ্গলের দ্বারাই খুঁচো পরিচালিত। ওর সময় শুভকর্মের সঙ্গে আমাদের নাম জড়িত থাকায় আমরাও মানুষের মনে নিশ্চিত দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবো। খুঁচোর কারণেই অপরিসীম আনন্দেই কালান্তি পাড় করি। জানি কাঁচামাটি একদিন মানুষের মনে পাকাবাড়ির আসন পেতে দেবে।

১.১২.২০২১

বিনীত
আয়েত্রী ঠাকুর (মা)
৺অজিত কুমার ঠাকুর (বাবা)

আমার কথা

আমার কাছে এটা প্রায় অবাস্তবের মতো। মা, বাবার আশীর্বাদ ছাড়া এই অবাস্তব বাস্তবে রূপ নিত না। যারা কবিতা বা গল্প লেখে আমি তাদের মধ্যেই একজন। আমি বুঝি আমার লেখার ক্ষমতা খুব কম। আমি জোর করে লিখলে সেটা আমারই পড়তে ইচ্ছে করবে না। লেখার সময় বুঝি কেউ যেন পেন ও শব্দ ইচ্ছেমতো চালিয়ে নিচ্ছে আমার আরাধ্য দেবতা। আমার কাছে আমার মা-বাবা।

আগের বা প্রথম সংকলনে আমি উল্লেখ করেছিলাম- আমার প্রথম লেখা শুরু হয় আমার বন্ধু জয়ন্তী চৌধুরী (সেন)-এর হাত ধরে। তারপর একটা রূপরেখা দেয় আমার মনস্বী ছাত্রী মানসী। পরবর্তীকালে আমি আলোচনা করি আমার ছোড়দির সাথে, আমার কবিতা প্রকাশ করা বা সমালোচনা করার ব্যাপারে আমি ধন্যবাদ দিই- আমার ছাত্রী রিয়া, আমার ছেলে রিভু এবং সহকর্মী মধুমিতাকে। এছাড়া সবসময় উৎসাহ দিয়ে এসেছে – দিদিরা, আমার স্ত্রী এবং আরো অনেকে।

প্রথম কবিতার বই 'মানসী' প্রকাশিত হবার পর এক প্রবীণ দম্পতির সাথে পরিচিত হই। আমার অস্থির কবিমন পাল্টে যেতে থাকে তাঁদের নিবিড় সান্নিধ্যে, বিশেষ করে যশস্বী সুবিমল সরকার মহাশয় (কাকু) আমার কবিতা নিয়ে যেভাবে দিনের পর দিন চর্চা ও চর্যা দ্বারা আমার সৃষ্টিছাড়া কলমচর্চাকে উন্মুক্ততার আলো দেখিয়েছেন তাঁর প্রতি আমার অন্তরের শ্রদ্ধা। যারা আমাকে বই প্রকাশ করতে সাহায্য করেছেন, যেমন হরি বাবু, আমি তার কাছেও চির কৃতজ্ঞ।

আমার এই কবিতা কারো ভালো লাগবে কিনা জানি না। শুধু বুঝি সমৃদ্ধ মননে বেঁচে থাকতে গেলে লেখনীর বা যে-কোনো শিল্পকলার ভূমিকা অনেকখানি।

আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি যে— আমার মা তার ৮৫ বছর বয়সে আমার বই-এর জন্য প্রস্তাবনা লিখেছেন। এর চেয়ে মূল্যবান জিনিস আর কীই বা হতে পারে। ওনার আশীর্বাদ আমার পাথেয়।

প্রত্যেকের জন্য শুভ কামনা রইল—

মানসকুমার ঠাকুর

প্রকাশকের বয়ান

কবি তার কল্পনার সাথে বাস্তবকে মিলিয়েছে বেশীরভাগ কথা মনে আসে প্রকাশ পায় না—

কিছু কথা ছিল
না বলা ভাষায়
কিছু তার চাহনিতে

কবি তার অনুতাপ কবিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছে—

হিসাব মেলেনি
নিঃস্ব মনের কোণে আশা দেয় জোনাকী
কান পেতে শুনি-
তারারা পড়ে খসে - দূরে শুধু একাকী।
নির্জন - গভীর একাকী।

আমরা অহঙ্কারের মধ্য দিয়ে নিজেকেই করি অপমান—

মানবের লাগি ত্রাণ
মানব দিয়াছে সকলেরই লাগি
নিজেরই অপমান।

ছোট্ট বয়সে মায়ের সাথে খুনসুটি সবাই আনন্দ জ্ঞাপন—

মা যে তখন দিল হাসি
মুখে ভরা পান
আমি বলি শোনাবে কি?
ঘুম পাড়ানি গান।

আমরা এসেছি নিঃস্ব হয়ে ফিরেও যেতে চাই নিঃস্ব হয়ে—

সকল কিছু হারিয়ে দিয়ে
চাই যে হতে নিঃস্ব-
ওরাও ভাবুক তালে তালে
হারায়ে আপন বিশ্ব।

মুখ ও ভালোবাসা খুব সঙ্কুলান—

সুখের সন্ধানে খুঁজবো
একটু ঘর-
আসবো-ফিরে
ভালোবাসার তীরে
গুনবো প্রহর।

শিল্পী কবির ভাবনা—

সেই অমৃত আমি রেখেছি
রেখেছি অকৃত্রিম যত্নে
তোমাকে প্রকৃতির রূপ দিতে
নির্যসিত-আদি ও অনন্ত।

কবি নিজেই যে অসহায় সমাজের কাছে—

আয়নায় ধরা দিল
অসংখ্য দানবিক রঙ
সেটা ছিল-
তোমার আমার - সবার হাতে।

সময়কে কবির উপহার—

নিঃশব্দে ধ্বংসলীলা-
এও পরিবর্তন
পরিবর্তন শুধু নতুনের
নতুন ভাবনার
সুন্দর প্রজন্মের

নারী ও পুরুষ নিয়ে কবির ব্যাকুলতা—

স্মৃতি মাখা এক রাশ আশা
হায় ভালোবাসা
গড়ে ছিল যে-
একটি পুরুষ ও একটি নারী।

আমাদের বিবেক কামন করে ব্যাকুল—

আমরা কেউ সৎ নই
আবার অসৎও নই
নই বলেই এক ঝাঁক
কূহকের কান্না কানে বাজে।
বাজে বলেই সৃষ্টি হয়
অশরীরি আবেগ
যার-
শুরু হয় যন্ত্রণায়
শেষ হয় যন্ত্রণায়।

মনটাকে সংযত করতে চাইছে কবি—

বিষাক্ত আদিম জীবাণু কুড়ে কুড়ে খায়
তোমাকে - আমাকে - সবাইকে।

কবি নিজেকে এক অন্য অনুভবে দাঁড় করিয়েছিল—

আবার এক রাশ জীবনের সংগ্রাম
গতিশীল পৃথিবীর জীবন পঞ্জিকায়-
কর্ম-অকর্মের মাঝেই
তোমার কালো ছায়া দেখায়
প্রকৃত জীবনকে অনুভব করতে।

ইতিহাস কি সবসময় সত্য ছবিটা তুলে ধরে—

ইতিহাস যেন ছুটে আসে
আর এক ইতিহাসকে মুছে দিতে
নির্বন্ধ এক রেখার উপর-
হেঁটে হেঁটে আসছে
এক প্রতারক।

প্রজন্মের ব্যবধান কেমন সেটাও কবি বলতে চেয়েছেন—

দাদু ভাই - তোমার মেল
এই গন্ধ - আনতেও পারে না -
পারে না বলেই -
সরে যাচ্ছে আবেগ
হারিয়ে যাচ্ছে ভালোবাসার অন্তরাগ।
দাদু ভাই -
এই চিঠিতে - বিরহের ভাষাতেও থাকে
ভালোবাসার লুকোচুরি

শুধু নিজে নন বৃদ্ধাদের জন্য কবির অনুভূতি—

শুধু প্রার্থনা -
নিজেকে চেতনা শূন্য
এক জড়পদার্থ ভেবে
প্রার্থনা।

কবি নিজেই বলেছেন উনি কে—

আমি শুধু আমার কবি
আমি কবি নিজের
আমি কবি আমার লেখার
আমার - আমি নিজেই।

নারী জাতির অবমাননা কবি মন থেকে মেনে নেয়নি—

''দিয়ে গেলাম কিছু জল, মাটি
রেখে গেলাম আগুন ও মহাকাশ
রেখে গেলাম কিছু স্মৃতি, কিছু স্পর্শ
মহাবিশ্বে ভেসে থাকা কিছু মেঘ - বাতাস
আর আমাদের পরাজয়
এ তো প্রকাশিত সত্য - এ তো নির্মম বিশ্বাস।

ভালোবাসার স্মৃতির কেমন কবির প্রতিফলন—

হে পুরুষ জেনে রাখো
তুমি বীর যদি হও
আমিও বীরাঙ্গনা।
যদি থাকে তোমার থাকে তেজ
আমিও তেজস্বিনী।
তুমি যদি সৃষ্টির রূপ হও
আমিও ধরিত্রী।

কবির চোখে মা—

মা মানে আর কেউ নয়
দুগ্গা মাকে আমি জানি।

ভালোবাসা ও ভালো লাগায় কবির সৃষ্টি—

তুমি যে অনন্য
একদিন আমি বৃষ্টি হতে চেয়েছিলাম
শুধু তোমারই জন্য।

কবি প্রায় হতাশ হয়ে বলেছেন—

মনকে বলো তুমি হতে পারবে না কাপুরুষ
কালের সঙ্গে যুদ্ধ করে তুমি হবে কালপুরুষ।

সূচিপত্র

মা	২১
বাবা	২৩
বর্তমান	২৪
আবেদন	২৫
অবকাশ	২৭
মর্মার্থ	২৮
যে কবিতা লেখেনি	২৯
তুমি ও তোমার মাধবীলতা	৩০
পৃথু ও দাদু	৩১
বৃদ্ধার অনুভূতি	৩৩
শিউলি	৩৪
বিজলি	৩৫
একটু বোঝা দরকার	৩৬
কবির কবি	৩৭
এক টুকরো আগুন	৩৮
তিস্তার তৃষ্ণা	৩৯
নারী ও পুরুষ	৪১
না পাওয়া	৪২

বলিনি কখনো ৪৩
ভোরের আকাশ ৪৪
নীরবতা ৪৫
সাধ ৪৬
সমুদ্র ছটায় ৪৭
পাগল বাউল ৪৮
নিঃস্ব ৪৯
আমার কবিতার লাইন ৫০
পরিবর্তন ৫১
ইতিহাসের উপলব্ধি ৫২
ইচ্ছে গোপন ৫৩
যাত্রী ৫৪
মনটাকে দেখা ৫৫
এক চিলতে রোদ ৫৬
চাহনি ৫৭
মন উদাস ৫৮
নীলাভ ৫৯
নির্মম বিশ্বাস ৬০
বৃক্ষাণু ৬২
ঝিনুকের কল্পনা ৬৪
খবরের কাগজ ৬৫
অভিমানী ৬৬
কবিতা ৬৭
বৃষ্টি হতে চাওয়া ৬৮

অন্য সমাজ ৬৯
অশরীরী বিশ্বাস ৭০
স্বপ্নের পালতোলা নৌকা ৭১
ওরা বোঝে না ৭৩
সৈকত সীমান্তে ৭৫
আমার চোখে উজ্জ্বল সমাজ ৭৮
দ্বিধাগ্রস্ত চাঁদ ৮১
রাত্রির নীরবতা ৮২
বিরূপ-বিভ্রান্তি ৮৩
কালের—কালান্তর ৮৪
রঙিন রৌদ্দুর ৮৫
আবার এসেছি ফিরে ৮৬
তুমি-হীন ৮৭
আমি তারই অপেক্ষায় ৮৮
রামধনু ও সাত রঙ ৮৯
অপেক্ষা ৯০
জীর্ণ পাতায়-জীবন্ত স্পর্শ ৯২
আমার অবস্থিতি ৯৪
আমার চোখের দেখা ৯৫
কাদম্বরীর কান্না ৯৭
রবির আত্মগ্লানি ১০২

মা

'মা' শব্দের মধ্যে লুকিয়ে আছে
এক গভীর ভালোবাসা
কখনো সেটা সামনে আসে
কখনও বা হৃদয়ের গভীরে থাকে লুকিয়ে
কিন্তু মা শব্দের কোনো
প্রতিরূপ হয়নি বা হয় না।

মা মানে,
নরম হাতে দুধের বাটি,
খাওয়ানোর ছলে গল্প বলে লুটোপুটি।
মা মানে— শীতের দুপুর
পাটি পেতে পা ছড়িয়ে গল্প বলা
পড়ার বই-এর ছবি নিয়ে ছলা-কলা।

মা মানে,
শীতের দুপুর—খালি গায়ে তেল মাখানো
বোনের সাথে মারামারি—মায়ের কাছে চোখ রাঙানো।
মা মানে— সন্ধ্যা শীতে—পাটিসাপটা
খেজুর গুড়ের পায়েস, আর মিষ্টি মুখের মুখ ঝাপটা।
মা মানে,
সন্ধে রাতে আঁকড়ে ধরা
ভূতের ভয়ে—ছুট্টে এসে কোলে চড়া।

মা মানে,
গভীর রাতে—রাত জাগানো
শীতের রাতে জাপটে শুয়ে
হাড় কাঁপানো।

মা মানে,
লুকিয়ে বসে কাছে আসা
নিজের খাবার লুকিয়ে নিয়ে ভালোবাসা।

মা মানে,
কাছে এসে - বাবার সাথে ঝগড়া করা
দোষ করেছি ঢাকতে গিয়ে
মিথ্যে আশায় শাসন করা।

মা মানে,
রাত জাগা চোখ—
অনেক রাতে আড্ডা দিয়ে বাড়ি ফেরা
মানুষ হতে মানুষ দিয়ে
মনের কোণে আপন বেরা।

মা মানে,
বুক দুরু দুরু
নতুন বৌকে মানিয়ে নেওয়া।
মা মানে এক ফালি চাঁদ
চায় না কিছুই— শুধুই দেওয়া।

মা মানে, সারা বুকে দুঃখ আঁকা
স্বার্থ পূরণ না হলে তাই, কথা যেন বাঁকা বাঁকা।
মা মানে— দুঃখ হলেও
মুখে আছে মধুর হাসি,
ন্যায় অন্যায় জীবন মাঝে
আশীর্বাদ দেয় রাশি রাশি।

মা মানে, নিজের কাছে আত্মবিশ্বাস
দুখের দিনে কাছে এসে পাশে থাকা
বিপদ বুঝে, সব কিছুকে সামলে নিয়ে
নিজের মতো আগলে রাখা।

মা মানে, স্নিগ্ধ পরশ
আপন মনে আরামখানি,
মা মানে, আর কেউ নয়
দুগ্গা মা'কে আমি জানি।

বাবা

বাবা মানে—এক রাশ ভয়, চুপি চুপি পড়তে বসা,
দরজা খোলা, বুটের আওয়াজ, রক্ষে কালীই আজ ভরসা।
বাবা মানে— ছুটির দিনে আস্ত ইলিশ
মিষ্টি, আপেল, আমলকিতে মস্ত আহার! নাই কো নালিশ।
বাবা মানে শেষ ভরসা— ইংরেজি বা অঙ্ক
পড়া - পরীক্ষা - রেজাল্ট- সব মিলিয়ে ত্রিশঙ্ক।
বাবা মানে - চোখে যে ভয়
মনের ভিতর গভীর নরম
শেষ পর্যন্ত উতরে যাবে
মনে ভয় হয় কি না হয়।
বাবা মানে—ভরসা অগাধ, টাকা কিংবা অন্য কিছু
না চাওয়াতে কাজটা হত, এসে বলত—আরে বিচ্ছু!
বাবা মানেই—আতঙ্ক এক
সিনেমা না হয় পালা-গান
সবকিছুতে বিধির বিধান
হয় মানো, না হয় ডুবাও তোমার মান।
বাবা মানে—নিয়মমতো এগিয়ে যাওয়া
শাসনকালে বিচারকের আসন নেওয়া।
বাবা মানে—ওপর থেকে দেখতে রাগী, নরম মনে আপন আরও
নিজ আসন ছেড়ে দিয়ে
আপন বেশে সর্বত্যাগী।

বর্তমান

মন খারাপ করে থেমে থেকো না–
এগিয়ে যাও শরীর ও মনে।
এখন তুমি পারবে না এড়িয়ে যেতে–
এড়িয়ে যেতে সময়, সংস্কার ও স্বাতন্ত্র্যকে
পারবে না– ভুলে যেতে– বিশ্বাস ও অবিশ্বাসকে।
এই সময়টা সময়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ
মনটাকে স্থির কর,
মনটাকে বুঝিয়ে দাও–
সে যেন চাওয়া ও পাওয়ার ব্যতিক্রমী–
পৌরুষ ও সংযমী।
তোমার কাজে– যেন কোনো ক্লান্তি না থাকে,
না থাকে– সংশয়,
দৃষ্টি স্থির ও প্রত্যয়।
মন খারাপ করে থেমে থেকো না
এগিয়ে যাও শরীর ও মনে।

আবেদন

আমার জন্মের শুভক্ষণ - অজানা
বোনের জন্ম মনে করিয়ে দেয়, আমার জন্মের প্রতিচ্ছবি।
আমার পাঁচ বছরের অস্পষ্ট চোখ, আজও জেগে আছে
সেই বিভীষিকা রাত্রির আলো নিয়ে
এ এক অপরাধ।
অপরাধ, নারী হওয়া -
নগ্ন মানসিকতাকে আলিঙ্গন করা।
আমার ক্ষুধার্ত চোখে আজও দেখি - পৈশাচিক করতালি
নগ্ন মানসিকতার উচ্ছ্বাস
উন্মত্ত রক্তস্রোতের মিতালী।
কোন মিলনের প্রেক্ষাপটে অদৃশ্য চুক্তিতে আবদ্ধ - সেই নারী!
তৈরি হবে, নারী না পুরুষ।
না - এটাই পৌরুষত্বের বিহ্বল - আবেদন,
এমন নয় তো - পুরুষের হীন্মন্যতার অস্ফুট আবাহন।
পরের পঁচিশটা বছর কেটেছে, তপ্ত মরুভূমির সেনা ছাউনিতে
প্রতিটি দিন কেটেছে - নারীত্ব প্রমাণ দিতে।
অথচ নারী তৈরিতে - অপরাধ!
কেন - এই দৈন্যতা, ক্ষুদ্ধ আস্ফালন পুরুষের চরিত্রে?
কেন এই মনুষ্যত্বের অশুভ সংযম?
কোন্ দুঃসহ অভিশাপে, ক্ষত - বিক্ষত মন প্রাণ,
এ যেন সংকল্পের অবসান।

ভেবে দেখো আমিও মানুষ -
আমারও সৃষ্টি সেই ভগবান।
হে পুরুষ - আমার নারীত্ব তোমারই জন্য,
হে পুরুষ - আমার সংযম তোমাকেই উৎসর্গ,
হে পুরুষ - আমার শিষ্ঠাচার তোমাকেই নিবেদন,
তবু কেন এই বৈষম্য, ক্ষুদ্র মানসিকতার বিরল দৃষ্টান্ত।

হে পুরুষ - ভেবে দেখো -
সূর্যের মুখোমুখি হওয়ার আগে - তিন শত দিন ছিলে কোথায়?
শূন্য থেকে বেড়ে ওঠা কার মহিমায়?
কার দেহের সঞ্চিত আহারে তোমার বৃদ্ধি?
কার তুলনাহীন স্নেহে তুমি বিকশিত?
কার মর্মান্তিক ত্যাগে তুমি আজ দেখাও পৌরুষত্ব!
কেন তার পরেও, তোমার প্রতিহিংসার দীপজ্বলে
কেন তোমার কর্মে প্রকাশ পায় না সাম্য - ক্রিয়ার কৌশলে!
হে পুরুষ - কখনও যদি বলে থাকি 'হে মোর ভাই'
ভগ্ন হৃদয়ে যতনে রাখিও মোর চিতার দু'মুঠো ছাই।
ভাসিয়া বেড়াবে মায়ার ক্রন্দন স্নিগ্ধ যমুনার তীরে,
হারায় যে যাবে মলিন বেশ অহঙ্কারের ভিড়ে।
হে পুরুষ জেনে রাখো
তুমি বীর যদি হও, আমিও বীরঙ্গনা।
থাকে যদি তোমার তেজ, আমিও তেজস্বিনী।
তুমি যদি সৃষ্টির রূপ হও, আমিও ধরিত্রী।
তুমি যদি নাগ হও, আমিও নাগিন।
তুমি যদি আত্মভোলা শিব হও
আমিও রুদ্র-কালী।
হে পুরুষ তুমি মুছে দাও - তব অহঙ্কারের রূপ;
জাগ্রত কর আত্মার আত্মসম্মান,
ক্ষনিকের ভুলে হারায়েছে সব
তোমারই প্রিয়, চির জাগ্রত - সেই ভগবান।

অবকাশ

নিঃসঙ্গ জীবনটাকে নিয়ে একা আমি,
পাহাড়ী ঠান্ডা বাতাস যেন লোমকূপ দিয়ে রক্তে মিশে যাচ্ছে,
রক্ত যেন ভুলে যাচ্ছে তার গতিপথ
কোথাও যেন হারিয়ে যাচ্ছে যুদ্ধ জয়ের স্বপ্ন, যুদ্ধের জয়রথ।
কোন্ অশনি সংকেতের উপেক্ষা-
উপেক্ষিত সব ধূমকেতু
একটু একটু করে মিলিয়ে যাচ্ছে বিক্ষিপ্ত বায়ুলোকে।
নিদ্রামগ্ন মৃত শকুন কোনো প্রত্যাশার কাছে হার মানেনি,
মানেনি বলেই-হৃদয়ের ঈশান কোণে এখনও আলো জ্বলে।
যে আলো পুড়িয়ে দেয় সব যন্ত্রণা - সত্যের সন্ধানে,
এক যন্ত্রণার অবকাশ যন্ত্রণাতেই -
নত মস্তকে কাছে আসে জীর্ণ সংস্কার সংরক্ষণে।

মর্মার্থ

বিষন্ন পৃথিবীর শুষ্ক বট ছায়
তৃষ্ণার্ত চাতকের আকুতি,
উদ্‌ভ্রান্ত পিপীলিকার অনুতাপ
গৃহ থাকা বা না থাকা
দেখে দেখে আমি, আমার সকল ইন্দ্রিয় যেন স্তব্ধ।
বেঁচে থাকার অধিকার
ক্ষুদ্র থেকে - ক্ষুদ্রাতি
ব্রহ্মার কাছে আকুতি
ক্ষণকালের সুপ্ত আহুতি।
ভদ্রবেশী নগ্নতা ক্রমশ ছেয়ে ফেলেছে সবুজ পাতাগুলো -
বিবর্ণ লাগছিল তোমারই দেওয়া রঙ কৃত্রিম সংকলন।
অতৃপ্ত আত্মার নিষ্ঠুর আবেগে-
ভেসে চলে কত জীব
কত কত শব্দ—
নিঃশব্দে হারিয়ে যায়
দিগন্তের চক্রবালে -
অকালে।
আমরা একে অপরের কাছে গোপন করি
গোপনীয়তার মর্মার্থ
কিন্তু
নিজের সত্তার কাছে করি সমর্পন
হয়ে আতস্থ, হয় বিসর্জন স্বপ্ন - বিভ্রান্তির।
আমরা কেউ সৎ নই, আবার অসৎও নই
নই বলেই একঝাঁক কূহকের কান্না কানে বাজে।
বাজে বলেই সৃষ্টি হয় অশরীরী আবেগ
যার-
শুরু হয় যন্ত্রণায়, শেষ হয় যন্ত্রণায়।
মাঝের কোনো এক অংশে
তরঙ্গের মধ্যে ভেসে যায় আনন্দের উচ্ছ্বাস,
ক্ষণিকের মায়াজালে, শারীরিক সব তরঙ্গ স্তব্ধ হয়ে যায়,
শুধু তরঙ্গের ব্যবধান বজায় রাখতে।

যে কবিতা লেখেনি

যে লোকটা কবিতা লেখেনি কোনোদিন
কোনো শরতের আকাশের মেঘের স্তূপে
মনটাকে গুঁজে রাখেনি ক্ষণিকে,
যে মাধবীলতায় হাত রেখে
মনটাকে উদাস করেনি-
সেও ভালোবাসে – ভালোবাসার কারাগৃহ,
সেই লোকটা-যে কোনোদিন কবিতা লেখেনি।
যে কোনোদিন সূর্যাস্তের রঙিন আভায়
নিজেকে প্রশ্ন করেনি-
পূর্ণিমার ছন্দে তার মন উত্তাল হবে কিনা
সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়া বালিতে পা ভিজিয়ে
নিজেকে নিঙরে কিছু লেখেনি
ভালোবাসার কথা,
সেই লোকটা— যে কোনোদিন কবিতা লেখেনি।
যে কোনোদিন ফাগুনের বাতাসে
নিজের অভিমান উড়িয়ে দেয়নি–
যে বিরহে - নিজেকে অভিশাপ দেয়নি
নিজের মনের নগ্ন যন্ত্রণা-
পাষাণ বেদীতে ছুঁড়ে দেয়নি,
লেখেনি, সে কোনো কবিতা লেখেনি।
তবুও তার ভিতরে ভালোবাসার আগুন জ্বলে
নির্জন কৃষ্ণচূড়ার লাল আভায় - নিজেকে করে রঙিন,
যে মন্দিরের দরজা বন্ধ রেখে অন্তিম প্রার্থনায় মগ্ন-
সেও কোনো প্রমাণ রাখেনি,
যে লোকটা, কোনো কবিতা লেখেনি।
সে প্রশ্ন করেনি নিঃশব্দ প্রেম ও প্রকৃতির মিলন কোথায়!
সে কোনোদিন জানতেও চায়নি
তোমার ও আমার সম্পর্ক,
সেও কিছু খোঁজে–যা দেখেনি
সেই লোকটা, লেখেনি কোনো প্রেমের কবিতা
কোনো কবিতার শব্দে মন ভেজেনি
লেখেনি, সে কোনো কবিতা লেখেনি।

তুমি ও তোমার মাধবীলতা

বসন্তের শেষ পূর্ণিমার ছটায় আমি কল্পিত স্নানে মগ্ন
গায়ে ছিল তোমারই দেওয়া কালো জামাটা
আনমনে শুকনো মাটিতে হাঁটতে হাঁটতে
বার বার মনে হচ্ছিল, এটা - গান শোনারই লগ্ন।
হালকা গন্ধ কোথাও কিছু খুঁজছিল–
যখন আমার পা দুটি থামলো দাঁড়িয়ে আছি মাধবীলতায়
সুর সুগন্ধ আমাকে জড়িয়ে ধরেছে–
আমি মাধবীলতায় হাত দিতেই- বিদ্যুতের ঝলকানি হয়ে গেলো–
কে যেন বললো– ''আমি হয়তো থাকবো না এক দিন,
তোমার সাথে থাকবে তোমার মাধবী।"
চাঁদটা আমায় দেখতে দেখতে– একদিক থেকে অন্য দিকে চলে গেছে
সত্যি আমি তোমায় খুঁজে পেয়েছি মাধবীলতার পাতায়–
তোমার গায়ের স্পর্শ পেয়েছি–
তোমার গায়ের গন্ধ আমি যে ভাবে পেতাম মাধবীর গায়েও সেই উন্মাদনা
আমাকে দিয়েছো এক চিরন্তর সাধনা।
আমি তোমার পছন্দের কালো জামাটাই পড়েছি
তুমি আসবে– ভালোবাসবে
তোমার স্নিগ্ধ আবর্তে আমি চঞ্চল হয়ে উঠবো
আর সেই জন্যই তোমাকে আমি কল্পনাতে স্পর্শ করেছি।
আমি তোমাকে দেখেছি, স্পর্শ করেছি
তুমি কি আমার অনুভব স্বীকার করছো
যদি তা না হয় তবে–
সেই মাধবীলতার– মায়াবী গন্ধ
পাগল করা জ্যোৎস্না, মাতাল বাতাস সব কি মিথ্যে!
তুমি কি এখনো বলবে– আমি তোমাকে স্পর্শ করিনি– বলিনি,
তুমি যুগ যুগ ধরে আমারই।
তুমি আমার ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলে বলোনি–
সূর্য্য চন্দ্রের যেমন অস্তিত্ব তোমার আমারও ঠিক সেই,
আমরা আমাদের জন্য, বাকী সব যেন নগন্য।

পৃথু ও দাদু

পৃথু হঠাৎ এগিয়ে এসে বললো - দাদু!
আধুনিক যুগে তুমি, এখনো সেকেলে
তুমি ছাড়া এখন কেউ - চিঠি লেখে না -
এটা তো যাবে সেই রেলে,
আমরা তো পাঠাই মেলে -
এস এম এস করি সুযোগ পেলে।
তুমি কর না কেন?
তোমার কি ভালো লাগে
সেই -- পেন দিয়ে লিখে, পাঠিয়ে দিতে -
ছোট্টো কাগজটা।

ছোট্ট ছেলেটির কথাটা সত্যি -
আমি তো অনেক পিছিয়ে
এখনো ঘুমাই মাদুর বিছিয়ে।
কিন্তু কোথাও যেন একটা ব্যতিক্রম
মনটা মনুষ্যত্বকে করে অতিক্রম।
একটা চিঠি - অনেক কিছু বয়ে নিয়ে যায়
আবার - অনেক বেশি বয়ে নিয়ে আসে ।

হাতে লেখা চিঠি পেলেই -
মনে পড়ে তার মুখটা
হয়তো চোখে আসে জল
কখন বা ভরে ওঠে বুকটা।
সোনাই-এর চিঠি পেলে
পড়তে পড়তে যাই ঘুমিয়ে
মনে হয়, কিছু নিয়ে শুয়ে আছি
চিঠিতে তার হাতের গন্ধ শুঁকি
চোখটা বন্ধ করে দেখি
আড়াল করে দিচ্ছে উঁকি।

দাদু ভাই - তোমার মেল, এই গন্ধ - আনতেও পারে না -
পারে না বলেই - সরে যাচ্ছে আবেগ
হারিয়ে যাচ্ছে ভালোবাসার অন্তরাগ।
দাদু ভাই - এই চিঠিতে -
বিরহের ভাষাতেও থাকে, ভালোবাসার লুকোচুরি
তোমার আক্ষেপটা তো ঠিক -
আমরা পাল্টাতে পারিনি নিজেকে -
দিনে দিনে আমরা বুড়োবুড়ি।
মনে পড়ে কত কিছু,
মাস খানেক আগের ছবি
তবুও, চিঠি পেলেই - আজ যেন
নতুন খবর সবই।
এক মাসের - রাগ, চিন্তা, দুঃখ
এক নিমেষে গলে জল
সবই যেন সংস্কৃতি
বৈচিত্রের মাঝে - স্মৃতির অতল।
দাদু ভাই - তুমি বুঝবে না
চিঠির নীচে যখন নাম লেখা হয়
হয় আনন্দ, বয়ে আনে ছন্দ
মাতাল বাতাসের গন্ধ।
কখনও বা দুঃখের কুয়াশায় যায় ভরে
মনের আলোয় আবার সব কুয়াশা যায় সরে
সব অন্ধকার - পাল্টে যায়
আলোর আতশবাজিতে।
দাদু ভাই -
তুমি বুঝবে না আজ
যখন বুঝবে -
তখন আমার স্মৃতি, তোমায় নতুন পথ দেখাবে,
জন্ম নেবে নতুন স্বপ্নের
নতুন দিগন্তের উন্মোচনে।
নাচবে বাতাস
তুমি খুঁজবে তোমাকে
তোমারি আপন স্বরাজ।

বৃদ্ধার অনুভুতি

তপ্ত দুপুর - পিচগলা রাস্তা
রাস্তার কুকুরগুলো, রাস্তা ছেড়ে পালিয়েছে একটু বাঁচার আশায়।
তারই মাঝে - ক্লান্ত পা দুটি নিয়ে এক বৃদ্ধা -
মুখে একগাল হাসি, এক মুখ পান -
না ভোলা দুঃখের - আড়াল করার হাসি
গোপন ব্যথার গোপনীয়তা
সৃষ্টির অন্তঃস্থল - বৃদ্ধা আজ পরবাসী।
পৃথিবীর কোন্ পদার্থ - মায়াজালের বাইরে?
বৃদ্ধা - হয়তো তার জীবনটা - বিচার করছে -
বা চিন্তাশক্তির বাইরেই তার বিচরন।

কাছে এসে - জিজ্ঞাসা করলাম
ঠাকুমা তুমি যাবে কোথায়?
আগলে রাখা চোখের জল -
মসৃণ গাল বেয়ে নীচের দিকে নামছে -
হেসে উত্তর দিল ''না না কোথাও না''।
উত্তর বুঝিয়ে দিল -
অসহায় বৃদ্ধার অনুতাপ সংশয় বর্হিভূত উত্তাপ।
এক সময় তার গর্ব - স্বামী - ছেলে - মেয়ে
এখন সব এলোমেলো না জীব না জড়
কার কাছে জানাবে তার অভিমান?
তার না আছে পরিবার, না আছে সম্মান।
বোবা কান্না - মাথা ঠুকছে বুকের মাঝে
কোনো ভাষা নেই, সকাল ও সাঁঝে,
তাঁর জানা নেই - কিবা পরিবর্তিত পরিবর্তন।
শুধু প্রার্থনা - নিজেকে চেতনাশূন্য এক জড় পদার্থ ভেবে
হোক পরিবর্তন আপন মননে
হায় জীবন - প্রত্যাশী সঙ্গম,
সংকট সংশয়হীন এক উল্কার প্রতিচ্ছবি।।

শিউলি

তোমার সঙ্গে দেখা হল প্রায় তিন দশক পর
আমি অনেকটাই বুড়ো হয়েছি।
অদ্ভুত—
তুমি ঠিক আগের মতন দীপ্ত অনুভূতি।
পাল্টেছে বাতাস-
পাল্টেছে রাস্তার কাপুরুষ বালুকনা
সঙ্গী কেউ নেই- শুধু অতৃপ্ত কান্না।
প্রান্ত থেকে প্রান্তরে আছড়ে পড়ছে
দিধাগ্রস্থ অবহেলায়।
শুধু তুমি অবিচল
অতীতের প্রতিচ্ছবিকে জাগিয়ে রেখেছ
বিনম্র প্রতীক্ষায়।
ভাবছিলাম সেই সময়
আমরা তোমাকে জড়িয়ে ধরতেই
তুমি দিতে ভালোবাসার বৃষ্টি
সুগন্ধ সাদা এক সৃষ্টি।
কত কল্পনা ছিল তোমাকে নিয়ে
আজও তুমি অবিচল একই রকম
কিন্তু -
প্রজন্মের কাছে তুমি নিষ্পাপ কিছু গন্ধ।
তোমার শোভা তো ফুলদানিতে হয় না
তুমি নিজের কাছে আজও প্রতীক
সমাজের কাছে অবহেলিত।
তুমি আমাদের ছিলে স্মৃতির কোঠায়
শ্বেত গগনের সুপ্ত আসনে।
হারিয়ে গিয়ে নিজেই তুমি শিউলি
সুপ্ত মনের অবসাদ, হায় পরিবর্তন
সেই শিউলি।

বিজলি

পুরোনো ঘড়ির ঢং ঢং শব্দ
জানিয়ে দিল রাত দুটো।
তুমি - হ্যাঁ তুমি নেই-
সারা বাড়িতে একা আমি
অপেক্ষা করেছি- তোমারই জন্য -
ছোট্ট ইঁদুরের সঙ্গে - একা আমি
নীরব অপেক্ষা শুধু তোমারই জন্য।
ঘর- বাহির - বারান্দা, আমি শুধু প্রহর গুণি
ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল রাখি
আসবে বলে আশা - তোমারই জন্য।
ক্লান্ত দেহটাকে বিছানায় রেখে, মনের সঙ্গে যুদ্ধে মেতেছি -
ঠিক সেই সময় তুমি এলে শিহরন দিয়ে,
আমার ক্লান্ত দেহটাকে কাছে নিয়ে - শীতল স্নেহে ভরিয়ে দিলে,
তোমার মায়াবী হাতে আমি তৃপ্ত -
আমার ক্লান্তি মুছে গেছে -
দেখি সকালের আলো - ঝিলমিল
কিন্তু তুমি নেই -
শরীরের সতেজতা জানিয়ে দিল, তুমি এসেছিলে - আমার পাশে,
আমি অপেক্ষায় ছিলাম, সত্যি তোমারই জন্য।

একটু বোঝা দরকার

আরো মেঘ ভাসিয়ে দাও তুমি
কুয়াশার আড়ালে থাকো লুকিয়ে-
ঝরে পড়া জল দিয়ে - চোখ ভেজাও
পৃথিবীকে দেখো অন্ধকারে, মনটা ঝুঁকিয়ে।
তুমি হেরে যাওয়ার গান ধরবে না
কোনো সুর তুলবে না, যেখানে আমি উতাল হব,
নিজেকে ভাসাও পাইন গাছের নির্ঝর রাতের তারায়
মনটা মনের মধ্যে থাকুক, কোনোভাবেই ঝরে পড়বে না।
তুমি আমাকে বলবে না ভালোবাসার করুণ কাহিনি
যা মনটাকে নগ্ন করে দেয় কিছু আশায়।
আমাকে অভিশাপের আস্তাকুঁড়েতে নিয়ে যেও-
যেখানে আমি বাঁচব নিথর দেহে নিঃস্বার্থ গহীনে
আর এক বুক ভালোবাসায়।

কবির কবি

আমি শুধু আমার কবি, আমি কবি নিজের
আমি কবি আমার লেখায়, আমার - আমি নিজেই।
লেখা আমার শূণ্য হাতে শুধুই কিছু কথা
নেই কো মনে তেমন কিছু, কেন - ভাবায় অযথা।
লেখা মানে মনের কথা সাজাই যতন করে
দুঃখ কখন আনন্দ আর সকলই থাকে ঘরে।
সজল লাজে আগলে রাখি লেখা আমার যত
আমার মনে অনেক দামী তোমার প্রশ্ন কত,
আমার ভালো, মন্দ আমার, আমার নেই কো কিছু
কবির কথায় বলতে যে চাই নিও না মোর পিছু।
রইবে আমার লেখা যত হেলায় - অন্ধকারে
ভাবতে যে চাই - কষ্ট করে পড়লে মনে তারে।
শব্দ দিয়ে শব্দ আনে, আনে নতুন কথা
কবির মনে এটাই জাগে এমনটি যে প্রথা।
আমি শুধু আমার কবি, আমি কবি নিজের
আমি কবি আমার লেখায়, আমার আমি নিজেই।

এক টুকরো আগুন

শুনেছি — ওরা আগুন নিয়ে খেলে
এটা কোন্ খেলার অঙ্গ?
না কথায় না কানে — শুধুই রণ ভঙ্গ।
আগুন কি— না জানি না তবুও আমরা খেলি—
সারা দিন – সারা রাত
মনটাকে করতে রঙিন।
আমায় এক টুকরো আগুন দাও—
ভিতরটাকে জ্বালিয়ে দিই
কিছু ছাই তৈরি হোক দেহে ও মনে
কিছু বেঁচে যাক সবুজ— প্রকৃতি ও বনে।
যদি কিছু থাকে বেঁচে
তৈরি হোক সমাজ
সংস্কার হোক আবাহনে।
আমায় একটু আলো দাও
যেখানে রঙ আছে মিশে
ভালো করে দেখি নিজেকে, নিজের সত্তাকে
একটু একটু করে এগিয়ে যাক - আমার চৈতন্য।
অবাস্তবতার আভরণ মুছে দিয়ে, দেখি
আমরা সবাই কীটসম— নগণ্য।

তিস্তার তৃষ্ণা

তিস্তা - মনে পড়ে সেই দিনগুলো !
তোমাকে ছুঁয়েই আমার দস্যিপনা,
এক বুক জলে দাঁড়িয়ে স্রোতের কল্পনা।
না তিস্তা - আমিও মানুষ
আমারও আছে মন - মনের আলপনা।
তুমি কখনো কখনো—
খ্যাপা সন্ন্যাসীর মতো আমায় তাড়িয়ে বেড়াতে
আবার কখনও মন্দ হাওয়ায় মিশে
আমার উন্মাদনাকে শীতল করতে।
এমনও হয়েছে আমি পারতাম না তোমারই সাথে
দৌড় - দৌড় - শুধু দৌড় -
তখন মনে হত - কখন হবে শেষ,
বুঝিনি সবই - 'সময়, সময়ই অশ্বমেধ।
তুমি চাইতে, আমি তোমার সাথে যাই
তোমার গভীরে - তোমার উৎসে-
হয় সেটা শীতের সকাল, না হয় কোনো গ্রীষ্মে।
আমার সময় - হায়!
সময় আমাকে-তোমার করেনি
আর করেনি বলেই তোমার উৎসস্থলে দাঁড়িয়ে আমি তোমার সাথে বরফ দেখিনি।
তোমার ইচ্ছে ছিল, আমি তোমার সাথে বরফ নিয়ে করব খেলা
তোমার ঠান্ডা শরীরে, আমার শরীরটা ভাসিয়ে দিয়ে নীল আকাশ দেখব,
অস্পষ্ট মেঘলা আলোয় তোমার প্রেমে পাগল হব
হব তিস্তার প্রেমিক।
এটাই শতাব্দীর চরম শান্তি, স্বপ্নের সাদা রঙ, রঙের সাংকেতিক
হব তিস্তার প্রেমিক।
তিস্তা—আমি তোমার রঙ দেখিনি
তোমার সাথে সাদা বরফে - আমার মুখের হাওয়া ভাসিয়ে দিইনি
আর দিইনি বলেই আজও খুঁজি তোমায়
ঠিক তাই আজও

তোমার স্বপ্ন, আমার স্বপ্নের সাথে এক করে দিতে চেষ্টা করি।
নির্লজ্জ মাতোয়ারা বরফে ছুটতে ছুটতে
তোমারই হিমেল বাতাসে মাতাল হব
তোমারই সারা শরীরে প্রেম এঁকে দেব
দেব-সাদা রঙের সাংকেতিক
জন্ম জন্মান্তরে তোমাকেই খুঁজব, হব তিস্তার প্রেমিক
জীবন যেন জীবন্ত প্রতীক।
সূর্য যখন ক্লান্ত শরীরটাকে লুকাতে ব্যস্ত
অসংখ্য অশরীরী জীবন ফিরে পাবে আলো
ঠিক তখনই-
আমি চিৎকার করে বলব- আমি, আমিই তোমার
আমিই তিস্তার প্রেমিক,
সাদা রঙের বৈচিত্র - এক জীবন সাংকেতিক।

নারী ও পুরুষ

সৃষ্টির আলোর সকালে - সেই একই কথা-
শুক ও সারী?
মনের আড়ালে জেগে থাকে
একটি পুরুষ ও একটি নারী।
ঘুম ঘুম চোখ, মেলতে চায় জীবনের রাঙা খোঁজে
হয় সে মহাপূণ্য
আচ্ছন্ন করে সমস্ত মনকে
প্রচ্ছন্ন সহানুভূতিকে
অজানা আবিস্কারকে ভাবায়
জীবনের কোনো এক সত্যকে
জীবনের মানে খুঁজতে গিয়ে হারিয়ে যায় প্রস্ফুটিত আলোতে।
যা আগুনের আগ্রাসী ক্ষুধা
সেই একই কথা
একটি পুরুষ ও একটি নারী।
আগুনের শেষ অংশে পড়ে থাকে ছাই
নীল আভায়।
ইচ্ছাকে জেনে নাও
চিনে নাও পরস্পরকে
প্রলয়ের নিঃশব্দ পদধ্বনী
কোন সঙ্কটকে সে ভাবায়।
শেষ হয়ে যায় সম্পর্ক—
সুপ্ত পথচারী
একটি পুরুষ ও একটি নারী।
দিন শেষে হারিয়ে যায় আলো
হারিয়ে যায় ভালোবাসা
পরে থাকে স্মৃতি
স্মৃতিমাখা এক রাশ আশা
হায় ভালোবাসা
গড়ে ছিল যে -
একটি পুরুষ ও একটি নারী।

না পাওয়া

নতুন সূর্য দেখতে চেয়েছিলাম
সবুজ গাছে ঢাকা পাহাড়ের কোলে
নতুন ছটা - নতুন রঙ।
মনের আঙিনায় অজস্র স্বপ্ন -
একটার ঘাড়ে আর একটা, ঠিকরে পড়ছে আলো-
নতুন ছটা - নতুন রঙ।
ভাবিনি পাহাড়ের ঠিক কোলে দানবসম কালো মেঘ
সূর্যটাকে ছিন্নভিন্ন করে দিল,
দেখতে চেয়েছিলাম, নতুন ছটা - নতুন রঙ।
হল না - না -আগের মতো,
না কোনো আশা না কোনো রঙ।
সবুজ গাছের পাতাগুলি হয়ে গেল ম্লান সবুজের সাথে,
সূর্যটাও লাল হল-
কালো ঘন ছায়া আয়নায় ধরা দিল, অসংখ্য দানবিক রঙ
সেটা ছিল -তোমার আমার - সবার হাতে,
সবুজের সাথে,
কাল্পনিক বিকাশ - দ্বিধাগ্রস্ত প্রাতে।

বলিনি কখনো

আমি বলিনি কখনো হাঁটো আমার পাশে পাশে
বলেছি শুধু, থেকো আমার পাশে,
যাতে জীবনটাকে দেখি আরো কাছে
আরো আপন করে, আপন ভালোবেসে।
আমি বলিনি কখনো নিঃস্ব হয়ে - ভালোবেসে হও কাঙাল
চেয়েছি শুধু, তোমার ভালোবাসার-ভালোলাগাটা আমায় দিও,
সবাই যেন-ভালোবাসার কারণ খুঁজে পায় বহ্নিশিখায়
উন্মত্ত এক জঞ্জালে।
ভাবিনি কখনো তোমার তুমিকে করো বিসর্জন,
আমার মতো নিজেকে কর দাম্ভিক,
বলেছি শুধু
তোমার তুমিকে করো সাংকেতিক
আমার পৃথিবীকে কর ভাবলেশহীন দ্বীপ-নির্জন।

ভোরের আকাশ

যদি পারো দেখো ভোরের আকাশ
স্নিগ্ধ আবেগ মাখা নবীন বাতাস।
যদি পারো দেখো শান্ত নদী -
আপন তালে -নৃত্য সংকীর্ণতার মুক্তি
স্নিগ্ধতা পাই যদি।
যদি পারো দেখো - সবুজ ছড়ানো - বন
ভেদাভেদ ছাড়ি করিতেছে জয়
সংশয় শুধু অকুলান ভয়
জীবনেরও ত্যাগ, ত্যাগেরও স্বার্থে
প্রথা আছে সব সাজানো - অর্থে,
মানবেরে লাগি ত্রান
মানব দিয়েছে সকলেরই লাগি, নিজেরই অপমান।
যদি পারো - দেখো নিজেরও ছবি
বুঝবে তখনই - সকলের শেষে মনেও বাইরে মন হারানোর-রবি,
আমি চেয়ে দেখি দৃষ্টিরও শেষে, হতাশ ব্যাকুল কবি।

নীরবতা

শুরুর সেদিন শুধুই সেদিন,
নানান রঙের মেলা
হারিয়ে গিয়ে নিজের কাছে
বোঝায় অবহেলা।
চেয়েই ছিলাম, চিনেই ছিলাম,
আমার মতো আমি
নাইলে সবাই হারিয়ে যাব জীবন থেকে দামী।
তোমার কাছে চেয়েছিলাম নতুন কোনো সুর
বুঝতে যখন হল দেরি মনের অনেক দূর।
আজ, তোমার কাছে আমার চাওয়া
পাওয়ার অনেক দূরে
দূর আকাশের নীরবতা, চাতক বেরায় ঘুরে।
শুরুর সেদিন - স্বপ্ন আলো
আজকে আঁধার ঘেরা
পড়লে মনে স্মৃতির কোণে
বোঝায় নীরবতা।

সাধ

আমার সাধ গিয়েছে
খুব হয়েছে -
হব না আর সন্ন্যাসী,
শরীরটাকে বয়ে নিয়ে
যাব না আর গয়া কাশী।
আমার ইচ্ছে যত ছিল মনে
পাল্টে যে যায় ক্ষণে ক্ষণে
মন যে চলে আপন মনে-
হরিয়ে সর্বগ্রাসী
আমার সময় চলে আপন মনে
আমি হলাম পরবাসী,
ঠিক হয়েছে, মন বলেছে
যাব না আর গয়া কাশী।
দিনের আলো লাগে ভালো
যদি - কথা না হয় বাসি
মন যাকে চায় তাকে ছাড়া
সকল ভালোবাসি
যদি কথা না হয় বাসি।
মনের আশা মনই জানে
লাঙল চেনে চাষি
আমায় তুমি দাও গো ছেড়ে
বয়স যে মোর আশি।
রইল আমার চাওয়া পাওয়া
আমি আমায় ভালোবাসি।

সমুদ্র ছটায়

এক দিন আমি স্বপ্ন দেখতে চেয়েছিলাম
সমুদ্রের জল যেখানে পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ছে
সেখানে একটা পাথরের উপর তুমি আর আমি।
আমাদের সঙ্গী হবে— স্নিগ্ধ চাঁদের আলো আর মাতাল বাতাস,
তোমার খোলা চুল—বাতাসের সাথে করবে খেলা
আর তুমি লাজুক চোখে তাকিয়ে থাকবে গভীর সমুদ্রে।
চুরি করে নেবে-তাদের শান্ত-অশান্তর উন্মাদনা-
আর সেই উন্মাদনার আবেগে আমায় দেবে ভিজিয়ে ভালোবাসায়,
তুমি জ্বালাবে আলো-আনন্দেরই আশায়।
সমুদ্রের নোনা জল নির্লজ্জভাবে মাথা ঠুকছে পাথরের পায়ে,
সেই জলের স্বপ্ন ছটায় তুমি, আমি - করব স্নান
কল্পনা ভেজা আবেশে চিনব জীবন-
আমরা হব জয়ী, ব্যথা অবসাদ হবে অবসান।।

পাগল বাউল

লোকে বলে পাগল বাউল
পাগল সে তো নয় রে ভাই
সহজ কথা বলে কেমন
মনে সে তো রয়েই যায়।
বাউল সে যে গান ধরেছে
একটি তারই আছে তার
আঙুল দিয়ে টেনে চলে
নতুন নতুন সুর বাহার।
লোকে যত বলে পাগল—
ধরে সে যে নতুন সুর
দেহতত্ত্বের কথা দিয়ে
পাগল - যে হয় সুমধুর।
সে যে মনে পাগল
সব হারিয়ে,
হারিয়ে গিয়ে আশা তার
এক আশাতে সুর বেঁধেছে
পরপাড়ের সাথী তার
বাউল সে তো গান ধরেছে
একটি তারই আছে তার।

নিঃস্ব

সকল কিছু হারিয়ে দিয়ে
চাই যে হতে নিঃস্ব-
ওরাও ভাবুক তালে তালে
হারায়ে আপন বিশ্ব,
আমি চাই যে হতে নিঃস্ব।

আমি যদি আমায় ভুলে
আকাশ ভেবেই বসি
খুঁজবে তুমি খুঁজবে সবাই
মনের কাছাকাছি।
দেখবে তুমি সকল শেষে
তোমার নেই যে কিছু
ভাববে তুমি একা একা
কিছু টানের পিছু।
আমি যখন আমার কাছে আপন হতে বিশ্ব
পড়লে আবেগ বলবে তুমি চাই যে হতে নিঃস্ব।

এটাই আমার চাওয়া পাওয়া, যাওয়ার আগে পরে
যত ব্যথা - আবেগ যত, রইল সংসারে।
সকল কিছু হারিয়ে দিয়ে, চাই যে হতে নিঃস্ব
এটাই আমার চাওয়া পাওয়া এটাই আমার বিশ্ব,
আমি চাই যে হতে নিঃস্ব।

আমার কবিতার লাইন

কবিতার লাইনগুলো ঠিক কি বলেছে?
এ-তো ঠিক আমারই মনের মাদল তান,
কোন যাদুর তুনে এমন কথাগুলো - জেনেছে?
না, আমিই কবিতার রঙ্গরূপ,
আমি তো এক মানুষ।
রক্তেমাংসে গড়া এক সাধারণ লোক
যার জীবন শুরু হয়েছে শেষ হওয়ার জন্য,
যার জীবনটা শেষ হয় জীবন জিজ্ঞাসায়।
যার জীবনের সংলাপে
শুধু কাব্যের প্রেমিক দোলা দেয় শুষ্ক মনে
শুধু অশরীরী যন্ত্রণাগুলো প্রশ্ন জাগায়
জীবন প্রান্তে জনে জনে।
প্রাণকে জড় পদার্থে পরিণত করো না
সে-তো বিক্ষিপ্ত হৃদয়ে, উন্মুক্ত নয়নে থাকে চেয়ে-
যার জীবনের শেষ অগ্নিশিখা
শরীরকে অপরাধে পরিণত করে ভবিষ্যতের আশায়।

পরিবর্তন

আজ আমি ফিরে গেছি আমার সকালে
যেখানে সোঁদা মাটির-গন্ধ আমাকে ফেলেছে ছুঁয়ে।
এক চিলতে মেঠো রাস্তা গিয়ে মিশেছে দীঘির পাড়ে
আর শিউলি গাছটা সাদা ফুল ছড়িয়ে করে আবাহন
মিলন ঘটায় পথের সাথে পথিকের।
কিন্তু দূরে তাল বুনার পুকুর
দুটো চোখে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি তাল গাছের সারি
সব কিছু মনে হল নিঃশেষিত।
কাছে গিয়ে দেখি—
তাল বুনার জল আর আগের মতো ঝক ঝক করে না—
সেই জল খাওয়ার যোগ্যও নয়, চারিদিকে নোংরা—
সে তো কেউ ব্যবহার করে না।
তবু যেন মনের কোনো এক ইশারায়
সৃষ্টিকে করে সঙ্গী উন্মত্ত জীবন জঠরের নিরাশায়।
আমরা ভালোবেসে করি ধ্বংস সৃষ্টির মহারণে
এ প্রাণ প্রাণের আত্মভূমি
কল্লোলিনীর অকালবোধনে।

ইতিহাসের উপলব্ধি

একাকী গভীর দুঃস্বপ্নের পথে আমার দেহটাকে সঙ্গী করে পথ চলা
স্তব্ধতা নেমে আসে,
বুক খালি করা কান্না
ঘন অন্ধকারে ছুটে আসে,
কোন আবর্তে ঝুলে থাকে কিছু ঝুলন্ত বাদুড়।
ইতিহাস যেন ছুটে আসে আর এক ইতিহাসকে মুছে দিতে
নির্বন্ধ এক রেখার উপর - হেঁটে হেঁটে আসছে এক প্রতারক,
যার নগ্নতা কখনো প্রকাশ পায় না-
আর পায় না বলেই
মানুষ - মনুষ্যত্বকে মুছে ফেলতে চায়।
ঠিক তখনি ইতিহাসের কল্পনা আসে কাছে,
লেখনি চায় তারই মানে মধুর অনুরাগে
তোমারই শব্দ - তোমারই গানে।

ইচ্ছে গোপন

আমার মনের ইচ্ছে - গোপন কথা, হয়নি বলা তোমায়—
দিন পেরিয়ে- রাত, রাত শেষে ভোর আবার আলো– দিন
কিন্তু পারিনি বলতে কোনোদিন।
তোমায় সামনে দেখে মন হত ব্যাকুল
যে-কোনো অজুহাতে, ছুতোয় আসব তোমারই কাছে
ফাগুনের রুক্ষ বাতাস
স্বপ্ন উড়ান-বাসা বেঁধেছে গাছে।
এমনই করেই গাছে আসে ফুল, ফোটে ফুল-আসে ফল,
আবার একদিন - রুক্ষ বাতাস তার পাতা ঝরিয়ে দেয়।
সেই গাছ আবার জেগে ওঠার স্বপ্ন দেখে
কিন্তু সে বলেনি - বলেনি কোনোদিন
তার ফুল কে নেবে—কে নেবে না অকারণে।
সে বলেনি—আমারই ফুল,
গন্ধে ভাসিয়ে দিয়ে-বলেনি, আমি দিলাম তোমাদের সুখ—
তোমরা আমার ঋণ নিয়েছ– পারবে না দিতে শোধ - জীবনে
সে অহঙ্কারের গল্প লেখেনি অকারণে।
আমিই সেই বাকশূন্য গাছ, যে গাছে তুমি তুলবে ফুল আলতো করে—
আমি বাতাসকে বলে রাখব,
আমার সুবাস-সে তোমাতে ভাসিয়ে দেবে।
তুমি কোনো দিনও বুঝবে না, জানবেও না কোনোদিন
আমি শুধু গুনব দিন।
আকাশে শরতের মেঘে বা বসন্তের হালকা হাওয়া
অমাবস্যার আঁধার বা পূর্ণিমার স্নিগ্ধতা।
সবই আমাকে করে মাতাল
তোমাকে কাছে পেয়ে সব জ্বালা জুড়ায়–
মিটে যায় অতৃপ্ত আশা- মিটে যায় দুঃখী মনের বিরহের ঋণ,
আমি জাগব, আবার আসব ফিরে কাঙ্ক্ষিত সেই দিন।

যাত্রী

দু'জনেই যাত্রী একই স্টেশনে
কোনো কথা নেই কারুরই মনে।
কোথাও যেন মিল
দু'জনেই দু'জনকে খুঁজছিলাম
সবার জানার অগোচরে।
তখনও বাকি ঘণ্টাখানেক
দু'জনেই এলাম কাছে, হল আলাপ।
অল্প সময়েই খুব কাছাকাছি
জীবনের সবকিছু উজার করে হল বলা দু'জনেরই।
যেন এরই জন্য কাছে আসা, এরই জন্য সংলাপ
মনে হয়েছিল মাটি চাপা গুপ্তধন
বাইরে এসে সূর্যালোকে আলোকিত।
সব জানার পর
দুজনেই দুজনের জন্য সমাধান খুঁজছিলাম,
কিছু পাওয়ার জন্য নয় -
না - দেওয়ার জন্যও নয়, দুজনে দুজনের কাছে, ঋণী হতে চেয়ে,
তোমার ট্রেনের ঘণ্টা বেজেছে হায় - মেয়ে।
চলে যেতে হবে নির্দিষ্ট স্থানে নিজের কুটিরে
কথা - মন, সবই অসম্পূর্ণ
তবুও হবে যেতে - আক্ষেপ
আরো কিছুক্ষণ হত আলাপন প্রথমও পারে।
চোখের কোণায় বিন্দু বিন্দু জল
যার মূল্য অপরিসীম
যেন দেখা হয় এমনি বারে বার।
হাত নেড়ে বললাম আবার, দেখা - হবে
কোনো এক ক্ষণে ক্ষণিকের তরে।
গুনব প্রহর - অনন্তের সাথে
কাছে এসে হারাব, কলঙ্কিত প্রথায়
আর ভালোবেসে, আমি রূপকথায়।

মনটাকে দেখা

জীবনকে দেখা যায়— এই অনুভূতি-
এই আকাঙ্ক্ষা বহু দিনের।
তাকে দেখেছি - ঘন অন্ধকারে
একান্তে,
তবু মন বলে—দেখা হল না কিছুই
বুঝি, মন দেখে মনের আঙিনা চোখ দেখে আলোতে।
চেয়েছিলাম এক মন যেখানে সহজে যাব হারিয়ে,
মন হারিয়ে হব—ঋণী চিরদিনের।
জীবনের ছন্দ খুঁজেছি জীবন ভোর
কোথাও যেন মেলেনি কিছু, ছন্দ আসে যায়—স্বাচ্ছন্দে
মেলেনি যা—খুঁজেছি জীবন ভোর।
ভালোবাসার জন্য, জীবনটাকে এঁকেছিলাম তুলি রঙ আর ক্যানভাসে
ভালোবাসার আলোতে হেঁটেছি কত শত পথ-পথের নিশানায়,
তবু ভালোবাসাকে ছুঁতে পারলাম না
পারলাম না ভালোবাসায় রামধনু দেখতে।
কল্পিত-কামনায় হেঁটেছি নির্জনে-একাকী
তবু সৃষ্টি ও ধ্বংস একই স্রোতে ভাসে, বিষণ্ণতা হয় সাক্ষী।
নিজেকে চিনেছি অকালবোধনে নিজেকে পেয়েছি প্রাতে
হারায়ে দিয়েছি আপন হিয়ারে মিলন মধুর রাতে।
নির্জন ঘনকালো রাত
একা আমি বসে কাঁদি
চাওয়া ও পাওয়ার লুকোচুরিতে
আজ কেহ নাই মোর সাথী,
হায়! শুধু একা বসে আমি কাঁদি।

এক চিলতে রোদ

তুমি একান্তে বলেছিলে একবার -
যেদিন আকাশে থাকবে না
কোনো চাঁদ - কোনো তারা
আমায় একটা গল্প বলবে -
যেখানে - তুমি আর আমি হারিয়ে যাব গহন বনে,
ঝিঁ ঝিঁ পোকা দেখাবে পথ
মন হারানোর আপন মনে, গহন বনে।
যদি সূর্য দেখতে পাই
জানব আমরা আছি পৃথিবীর এক কোণে
যেখানে শান্তি ফিরিয়ে দেয় এক চিলতে রোদ
সৃষ্টির সঙ্গোপনে।
যদি আকাশে ওঠে ঝড় - এলোমেলো
এক ঝাঁক বক - হারায় পথের গতি -
যার ডানা দুটিই সম্বল
দেখি - ক্ষমতার আস্ফালনে ক্লান্ত কিছু দিশাহীন দাবানল।
যদি রামধনু দেখতে পাই, দেখবে রঙের ছন্দ
আকাশের এক কোণে ম্রিয়মান চন্দ।
অপেক্ষার - অতন্দ্র অন্ধকারে ফিরে ফিরে চাই বারে বার
উজ্জীবিত মরুদ্বারে আমরাই হব পথচারী
পথ হারানোর দেশে আত্মিক আকাশে ভাবাবেশে।
জানব আমরা আছি ঠিক আগের মতো উষ্ণ প্রতিশ্রুতিতে
পৃথিবীর এক কোণে,
অবসন্ন পৃথিবীর শ্বাস আমাদের করে অতিক্রম
ব্যথাতুর নয়নে মুক্তির আকাশে
এক চিলতে রোদ ভাবি আনমনে।

চাহনি

যদি পারো দিয়ে যেও কিছু - কিছু সংকেতে
কিছু কথা ছিল না বলা ভাষায়
কিছু তার চাহনিতে।
তুমি যা বুঝিবে, বুঝাবে - বারিষে
চেতনায় ঘেরা মনেরও আশিষে।
সকলের পানে সকলেরে চায়,
মুগ্ধ আলোক অশরীর গায়
কিছু ছিল তার— করুণ দৃষ্টি
কিছু তার চাহনিতে।
কোনো এক রণে, মনেরও গহনে
ব্যথা জাগে আজ, ব্যথারও দহনে
কোথা কিছু নাই ছায়া আলো তাই
আধাঁরেরও লাগি রাত্রি ঘনায়
মত্ত মাদলে কাছে আছে আজ
অংশু বাদলে
আসে ফিরে ফিরে
জীর্ণ-আবেশে
মরুছায়া - ধরণীতে
কিছু কথা ছিল– না বলা ভাষায়
কিছু তার চাহনিতে।
যদি পারো মুছে ফেলো শ্রাবনেরও রাত
ছিল শুধু আশ - এক রাশ
ছিল না শুধু - কথা - অযথা
মৃত চেতনায় কারো লাগি ভ্রম
সুপ্ত - যন্ত্রণায় লাগি মনোরম
বিষাদেরও বেশে এনেছিল সংযম।
কেন দোর খোলা
কেন দুর্গম—
কেন প্রহরে হারায় নতুন
নতুনেরও বেশে আসিবে - আবার
অশনীর সংকেতে
কিছু কথা ছিল না বলা ভাষায়
কিছু তার চাহনিতে।

মন উদাস

আমি যখন উদাস হই, একান্তে বসি কিছুক্ষণ
চায়ের আড্ডায় নয়
নিজেকে— শুধু নিজেকেই করি অনুধাবন।
বিশ্বাস করা বা না করা
অদ্ভুত এক ভাবাবেগ-
নিজেকে, নিজের কাছেই প্রশ্ন করি
কার কাছে হেরে যাব মানুষ না মনুষত্বের কাছে,
উত্তরটা যেন মায়ার স্বপ্ন, রঙিন গানে মগ্ন।
আমার ভাবতে অবাক লাগে
আমরা কারা?
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব?
কিন্তু সে তো আমাদেরই দেওয়া,
এই অদ্ভুত আত্মনিয়ামক পৃথিবীকে।
সূর্যের প্রতিটি দিন
নতুন নতুন ছটার সমাবেশ
চাঁদের স্নিগ্ধতাও
প্রতি রাতের জন্য নতুন।
প্রতিটি গাছ অক্সিজেন বিতরণ করে
কোনো কিছুর বিনিময় ছাড়াই
আমরা কি মশাল নিই!
আমরা কি হাত বাড়াই?
দুই হাত খোলা রেখে
আমরা কি প্রমাণ করি?
এসেছি কিছু দেওয়ার জন্য
না নেওয়ার জন্য।
উত্তর না মেলা এক প্রশ্ন
আসে ঘুরে ঘুরে
বিষাক্ত আদিম জীবানু কুড়ে কুড়ে খায়
তোমাকে - আমাকে - সবাইকে।
আমরা শান্ত হয়ে, একান্তে প্রশ্ন করি পৃথিবীর পঞ্চসারে
করি বিষপান আকণ্ঠ
আমায় করবে কি ক্ষমা
সামনের তৃষ্ণার্ত প্রজন্ম।

নীলাভ

আকাশ তোমার রঙ নীল
আমি হারাতে চাই তোমার সাথে
দূর বহুদূর - যেখানে অনন্ত - অনন্তে মিল।
আকাশ তোমার চিত্তচাঞ্চল্য
তোমার নীরবতায় আমি হারিয়ে যাই
দিগন্ত থেকে দিগন্তের পানে
খুঁজি স্নিগ্ধ - সৌন্দর্য।
আকাশ-তোমারই প্রান্তে
তুমি কী জানো তোমার শেষ কোথায়?
তোমার শুরুটাই বা কী?
কোন নক্ষত্রের পতনে তুমি পেয়েছো তোমার অস্তিত্ব!
কত হাজার বছর হাঁটলে তোমাকে ছোঁয়া যায়,
কোন অভিশপ্ত ছায়ায় তুমি শব্দহীন।
আমি নিজেই নিজেকে চিনেছি আকাশের পানে
সম্পূর্ণ আকাশের অসম্পূর্ণ গানে।
যা - যা - আকাশ তুই যা —
মেঘ হয়ে ভেসে ভেসে -- সুদূরে হারিয়ে যা।
তোর নীল ছটা যেন আমারই থাকে-
গায়ে মাখি রামধনুর আলো জল স্মৃতির বাঁকে।
আমি নিজেই চিনেছি - নিজেকে -
আকাশ যেথা নীল
তোমারই কাছে পাওয়া নিভৃত অমলীন।

নির্মম বিশ্বাস

ইছামতির নগ্ন মাটিতে পা রেখেই
অয়ন ও অদিতি তাকালো দূরে—
এক অদ্ভুত আবেশ
সূর্যি মামা রাগে যেন মুখ লুকাচ্ছে
দূরে-ইছামতির সবুজ চরে।
তার রাগ - প্রকাশ পেয়েছে নদীর জলে, সবুজ গাছে
পাখীরাও যেন ক্লান্ত নয়নে দেখছে, তারাও যেন বাকরুদ্ধ,
আকাশের আলো নিভে আসে সব যেন স্তব্ধ।
ওরা আর না হেঁটে বসে পড়েছে
থেমে গেছে তাদের যৌবন-যন্ত্রণা,
অপলক দৃষ্টিতে তারা দেখতে চায় আলোর সংকোচন
উচ্ছ্বল রৌদ্র নিজেকে ঠেলে দিচ্ছে চিহ্নহীন অন্ধকারে
পৃথিবীর সব রঙ, রস, গন্ধ শুষে নেবে - বাসরে।
অয়ন ও অদিতি বসন্তের নগ্ন রোদ গায়ে মেখেছে
আবার ক্ষুধার্ত চোখে দেখল অদ্ভুত আভায়, মিনতিতে মুখ লুকাতে,
দেখাল অকস্মাৎ বিচ্ছুরণ, অবসাদ
স্তিমিত কান্নায় নিঃশেষে হবার স্বপ্ন
এই অভিশপ্ত আকাশে শ্মশানের নির্জনতা
ওরা এক দৃষ্টিহীন, শ্রুতিহীন, স্পর্শহীন জীবাণুর মতো দেখলো - ব্যর্থতা।
তাদের ভাবনা কেউ দেখল না
কেউ বুঝল না তাদের ব্যাকুলতা
তাদের এক বুক যন্ত্রণার ভাষা কোনো কাব্যে স্থান পায়নি
যা গভীর গহন থেকে আসে উঠে
মিশে যায় শেষে—নির্মম বিশ্বের নিশ্বাসে।
অদিতি ও অয়ন-
তাদের সব উচ্ছ্বাস আনন্দ ভাসিয়ে দিয়েছে
অপরাহ্ন শেষে - পশ্চিম আকাশে
কারণ—তারা ফিরে যাবে
ফিরে যাবে—কলহন মুখর এক রাশ জীবাণুর মধ্য দিয়ে

আলোকিত পথ ধরে—
পৌঁছে যাবে সজ্জিত চার দেয়ালের মধ্যে
যেখানে বাস্তব অবাস্তবের মতো করে অভিনয়
যেখানে কালের সাথে কালান্তরের হয় পরিচয়।
দেওয়ালের রঙগুলো যেন ভাবনাহীন অগোছালো বিষণ্ন মুখ
যাকে বাস্তব বললে ভুল হবে, সে তো বিভ্রান্তিকর অভিনয় সুখ
কিছু দানব দেবতার অভিনয়ে ব্যস্ত
কিছু দিশাহীন আক্ষেপ আর নির্মম মুখ।
অয়ন ও অদিতি
দু'জনে দু'জনের দিকে তাকায়
শুষে নেয় তাদের রঙ, গন্ধ
নিজেদের নিঃস্ব করে মৃদু পায়ে এগিয়ে যায়
এগিয়ে যায় ভবিষ্যতের দিকে
তাদের মনটা ঠিক যেন আহত বিষধর সাপ
যা ছোবল মারতে উদ্যত
কিন্তু, বিষাক্ত মানুষের নিঃশ্বাসে সে পরাজিত,
পরাজিত সে বিষাক্ত বিশ্বাসে।
একে অপরকে কিছু বলে যা শোনা যায় না–
''দিয়ে গেলাম কিছু জল, মাটি
রেখে গেলাম আগুন ও মহাকাশ
রেখে গেলাম কিছু স্মৃতি, কিছু স্পর্শ
মহাবিশ্বে ভেসে থাকা কিছু মেঘ-বাতাস
আর আমাদের পরাজয়''
এ তো প্রকাশিত সত্য–এ তো নির্মম বিশ্বাস।

বৃক্ষাণু

অচিনের সঙ্গে গল্প হচ্ছিল অনেকক্ষণ-
ওর কাছ থেকেই শুনেছিলাম
তেরোশো বছর ধরে কত কিছুর যাওয়া আসা
কতই না পরিবর্তন।
এখন যে রাস্তা - সেটা অনেক শক্ত - ভালো
আগে ছিল ধুলো মাখা, ছিল না কোনো আলো।
দুই নিস্পাপ চোখে দেখেছি পেয়াদার জুতোর ব্যথা,
ঘোড়ার খুরে উড়িয়ে যাওয়া ধুলো-
না কওয়া যত খুশি রূপের রূপকথা।
আগুনের লেলিহান, আকাশ ভরা উষ্ণ ছোঁয়া
শব্দের ঝলকানি, সব কিছু দেখা
আমার চোখ দিয়ে, আমার মন দিয়ে।
মানা বা না মানা সব সাংকেতিক অযাচিত পরিবর্তন
দেশ স্বাধীন হতে দেখেছি, দেখেছি গোলা - বারুদ
পরাধীন থেকে স্বাধীনতাকে পাওয়া
অন্য দেশের লোলুপ দৃষ্টি।
আমার পাশে দাঁড়িয়ে, রাত্রে বা দিনে কতই না আলোচনা
জেতা হারার লড়াই,
দরকষাকষি মর্যাদা-অমর্যাদা,
স্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়া সব কাঙ্ক্ষিত ধূলিকণা।
এখন আর স্বাধীন পরাধীনের গল্প নেই—
নেই রাজা বাদশাদের পাশবিক শাসন
আমার চামড়ারও জৌলুস নেই
একই জায়গায় থেকে দেখছি পুরানো নদীতে নতুন জল বয়ে যাওয়া
নতুন লোকেদের নতুন কথা
মাথা উঁচু করে দাড়িয়ে থাকা আবাসন।
হারিয়ে যাওয়া এক্কাগাড়ি, পাল্টে ফেলেছে মোটর গাড়ি,
শুনেছি জীবনের পরিবর্তন এনেছে কম্পিউটার নামক যন্ত্র,
যেখানে খুশি যাওয়া-সব কিছু পাওয়া

এটাই হোক মন্ত্র।
কিন্তু মিল - অমিলের প্রান্তে
ভালো বা মন্দের প্রভেদ কিছু দেখি না
দেখি না কিছু নির্যাসিত স্মৃতি
যা আমাকে ভাবায়, ভাবায় - আমাদের অস্তিত্ব।
পরিবেশ কলুষিত হতে হতে স্বপ্ন দেখি
নিঃশব্দে ধ্বংসলীলা-
এও পরিবর্তন
পরিবর্তন শুধু নতুনের
নতুন ভাবনার ও সুন্দর প্রজন্মের।

ঝিনুকের কল্পনা

আমি ঝিনুক হতে চেয়েছিলাম
গভীর সমুদ্র থেকে উঠে এসে
তরঙ্গের সঙ্গে নাচতে নাচতে
পাড়ে এসে থাকব চুপটি করে।
তুমি চঞ্চল বালুকণার উপর পায়ে পায়ে এগিয়ে আসবে।
যখন পূবের কাঙ্ক্ষিত সূর্য
হালকা আলো ও বাতাস ছড়িয়েছে আনমনে,
দক্ষিণের বাতাস বইতে চাইছে তোমার পানে
যা উঠেছিল ঝাউ বনে।
তুমি আমাকে দেখতে পেয়ে
আলতো করে তুলে নেবে দুই হাতে।
তোমার হাতের ছোঁয়ায় আমি উদ্ভাসিত-
আনে আশা আকাঙ্ক্ষা।
তুমি ঘরে সাজিয়ে রাখবে আমাকে, আমার সৌন্দর্যকে,
প্রতিদিন-তুলে নেবে আমাকে করবে আদর -
আমি তোমার পানে চেয়ে থাকব
তৃষিত নয়নে সংকলিত শয়নে।
আমি তরঙ্গের মতো মাতাল হতে চেয়েছিলাম
গভীরে-আরও গভীরে
সমুদ্রের অতলে গিয়েছিলাম ঝিনুক হতে
আমি তোমারই হাতে ঝিনুক হতে চেয়েছিলাম।

খবরের কাগজ

সারা রাত্রি ঘুম নেই
এলোমেলো স্বপ্ন - এদিক ওদিক
ভোর রাত থেকেই তোমাকেই ভাবছিলাম
শুনলাম এসেছ।
একদম পছন্দ নয়-অন্য কেউ তোমার কাছে আসবে
আমি প্রথম কথা বলব তোমার সাথে -
চা সঙ্গে নিয়ে তোমার সাথে- সারা সকাল।
তোমাকেই - শুধু তোমাতেই-
কিন্তু ভাবিনি - পরক্ষণেই অপেক্ষা করছিল বিতৃষ্ণা।
সারাদিন কেটে গেল-
তুমি অপেক্ষায় ছিলে
আমি যায়নি, দেখাও করিনি
তুমি বারবার হলে অন্যের -
দিনের শেষে জায়গা পেলে আস্তাকুঁড়ে
আমি দু'চোখ মেলে দেখলাম শুধু তোমাকে-তোমাকেই।
ফিরে আসুক আবার সেই সকাল।

অভিমানী

যদি কোনো দিন কোনো অবকাশে, বিষন্ন দুপুরে,
মনে পরে মোর কবিতাখানি
খুলে দেখো–লেখা আছে জীবনের কথা
স্মৃতির আঁচলে লেখা
হারানো মনের সেই অভিমানী।
কবিতার শেষে লেখা—
যুদ্ধে হেরে যাওয়া এক হরিণীর শরীরের ব্যথা নয়
বিষাক্ত মনের অতৃপ্ত কান্না,
জীবন শেষের সেই কবিতাখানি
হায় অভিমানী।

রাত্রি শেষে অপেক্ষায় একরাশ কুয়াশা
সারা আকাশে আবছা আলো,
সেই আলোয় সমাজের নগ্নতা প্রকাশ পায়
দানবের মতো অনিয়ন্ত্রিত সে - বাণী
মৃত্যুকে সাক্ষী রাখে অভিশপ্ত অভিমানী।

কবিতা

এইটুকু সব নয়
বাকিটা অতীত স্পর্শ
মেয়েটি সবার থেকে আলাদা
আমার চোখেও,
উন্মত্ত বাদলের মতো চঞ্চল
নিরানন্দের নন্দরানি
চেতনায় আনন্দলোক।
কথা বলায় - বলে না,
প্রাণের গভীরে ক্ষুধা জাগায় মেটায় না।
স্নিগ্ধ বাসনায় নীরব চুম্বন আনে,
যেন মানসীর মায়ামূর্তি।
মাঝে মাঝে বিরহের বাঁশি বাজায়
আমি নির্লজ্জের মতো - ডাকি 'কবিতা'।

বৃষ্টি হতে চাওয়া

আমি একদিন বৃষ্টি হতে চেয়েছিলাম
তোমার জন্য শুধু তোমারই জন্য।
তপ্ত-বিক্ষুব্ধ-দুপুরে
তুমি যখন—ক্লান্ত পা দুটিকে নিয়ে আসতে হেঁটে—
আমি আছড়ে পড়তাম তোমার গায়ে।
তোমাকে ভিজিয়ে দিয়ে ঝড়ে পড়তাম - মাটিতে
তোমার সারা শরীর-অশরীরী স্পর্শে ভিজিয়ে দিতাম।
তোমার দগ্ধ শরীরটা মায়াবী চঞ্চলতায় ভরে উঠত
আর আমি— তোমাকে দেখতাম আমার তৃষ্ণার্ত চোখে।
তোমার স্বতেজতা - আমাকে এনে দিত এক নতুন উন্মাদনা,
আমাকে মেঘ করে দিত
আবার ঝরে পড়ব বলে তোমারই গায়ে।
হতাম ধন্য-
তুমি যে অনন্য
একদিন আমি বৃষ্টি হতে চেয়েছিলাম
শুধু তোমারই জন্য।

অন্য সমাজ

আলগা মুখে ভোরের রোদ
বুকের মধ্যে তৃষ্ণা
বুক খালি করা কান্না,
অবশ হাত দুটো নিষ্ক্রিয়
ব্যস্ত পা দুটি চুপিসারে যায় পালিয়ে
চিরন্তন মেঘ নেমে আসে—
ঘরে নেই চাল কি-বা হবে রান্না।
ঘর আছে—ছাদ নেই
হাঁড়ি আছে—চাল নেই
মানুষ-সে তো মানুষই
পরার মতো কাপড় নেই
দু'চোখ আছে, জল নেই
আছে মানুষ, মনুষ্যত্ব নেই।
ভোর রাতে যখন - ঝুপড়ি কেঁদে উঠল -
জেগে উঠল মানুষ - আর একটা দাবিদার
আর একটা হা-হা কার, আবার কান্না,
এরাও বড় হয়- মানুষ হয় না,
এরা বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখে, স্বপ্ন বাস্তব হয় না।
সাদা মেঘগুলো যেমন বাঁকা চাঁদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে
সমাজ ও সংস্কার-এদের সাথে খেলে লুকোচুরি
এক জোড়া ঘুমাতে না পারা চোখ
ভাঙা ডানা নিয়ে কুয়াশায় মিশে যায়।
ছদ্মবেশী সরীসৃপ ঘিরে আছে
ওদের - বিভীষিকার বিষণ্ণতা নিয়ে।
এক যুদ্ধ শেষ হলে অন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি
আর কত পথ চলা বাকি
পৃথিবীর অবক্ষয় দেখতে দেখতে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে হারিয়েছি
কারণ
রাত্রি শুধু গভীরে-গভীর একাকী।

অশরীরী বিশ্বাস

বৃষ্টি তুমি যখন এলে
গোধুলির রাঙা আলোয় তোমাকে দেখেছিলাম
অপরূপ।
জানি না কি ভাবছ আমার পানে?
জানি না কি শুনেছ, আমার মনের গুন গুন গান
তোমাকে ছুঁতে পেরেছে কিনা।
যেটা ভাবিয়ে তুলেছে
তোমার অস্থিরতা, তোমার চঞ্চলতা।
আমার গানের ছন্দ, তোমারই আবেগ
কোনো এক অদৃশ্য দাবানল
তোমাকে - আমাকে করেছে আলাদা।
আমি তোমাকে চিনেছি-
শরৎ-এর কোনো এক সন্ধ্যায়
এক রাশ সাদা মেঘের সাথে দেখা হয়েছিল
তোমার স্বাধীনতাবোধ বোধ আমাকে তোমার হতে বলেছিল।
যখন তোমাকে আকাশের মতো ভাবলাম
তুমি হারিয়ে গেলে আকাশেই।
দক্ষিণা বাতাসে আমি তাকিয়ে ছিলাম
মনের কাছে অনন্ত আবেশে
শুধু - অনন্ত শূণ্য, নিঃশব্দ কান্না শুনি
উত্তরের অপেক্ষায় -যদি ফিরে আসে।
বলে যাবে শরতের সেই আলো নিশুতি রাতে কানে কানে - নিঃশব্দে
আমি - শুনেছি তোমারই গানে
ফিরে আসি যদি কোনো ক্ষণে
কোনো ব্যথাতুর আলোড়নে নিজেকেই পড়বে মনে।
আমার একাকীত্ব, সবকিছু করে জয়,
করে না শুধু মনুষ্যত্বের দীপাবলি আকণ্ঠ আশ্বাস।
তোমারই জন্য রাখা আছে এক টুকরো অভিমান
আর আছে শুধু অশরীরী বিশ্বাস।

স্বপ্নের পালতোলা নৌকা

আজ যে সকাল-
সব যেন লণ্ডভণ্ড বৃষ্টিতে
তোর কি মনে পড়ে!
কাগজ কেটে নৌকা ছেড়ে দিতাম,
পালতোলাতে-নিষ্পাপ আলোতে।
আমাদের ছেলেবেলার রঙ মিশে আছে
খুঁজি আমি প্রণয়– খুঁজি সৃষ্টিতে।
তোর কি পড়ে মনে!
ভেসে চলা নৌকা যায়- কত দূরে
কত উচ্ছ্বাস আনে বয়ে
আমি সেই স্রোতে বুক ঠেলে থাকি
যাযাবর হাওয়া আসে
দেখি আমি আছি নিশ্চুপ হৃদয়ে।
তোর কি মনে পড়ে–
জল চলে গেলে– চুপিসারে এসে
অভিশপ্ত নৌকাদের - জীবনের আস্বাদ পেতাম
দুর্নিবার আকর্ষণ আলোড়িত প্রাণ
নির্মম চোখে জল আসে নেমে।
তোর কি মনে পড়ে!
তোর ঘর আর আমার–
মাঝে যে মাটির রাস্তা
নৌকা তারই মাঝে ভাসতো
কিন্তু তোর হয়নি আমার ঘর দেখা, না হয়েছে আমার।
সংস্কারের কুয়াশা ঘিরে রেখেছিল তোকে - আমাকে,
এই নপুংশক কুয়াশায় লুকিয়ে থাকা
বহু ব্যর্থ তপস্বী – তাদের কাঙ্ক্ষিত আভরণ
বহু আবর্জনা ও বিবর্ণ রঙ,
বিচ্ছিন্ন স্বপ্নের আভা দুর্বল করে আমাকে,

আমি পথ হারিয়েছি– ঠিক তুইও
রাস্তা খুঁজে আর ফিরবে না রোদ্দুর–
কুয়াশা কেটে যাবে অদূরে-যাবে না পাওয়া অতীতেরে
বর্তমান-সে গভীর সমুদ্রে বাঁচার আশায়
ভবিষ্যৎ সেও গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন
আলো খুঁজে পাব–
সেই সময়, আমাদের নিথর দেহটা জানবে না কিছু-অভিমান
দু'চোখের স্মিত জল বলে দেবে আমরা ছিলাম, থাকব ও ভালোবাসব।

ওরা বোঝে না

আগের রাত্রে চলেছে গোলাগুলি
জীবন্ত প্রাণগুলো আজও বেঁচে আছে– মরণোত্তর উপাধিতে।
আজ সবাই জ্বেলেছি মোমের বাতি,
দেশে—সারা দেশে
জানাতে শোক, দেখাতে বিদ্রোহ, বোঝাতে ত্যাগ,
কিছু মিথ্যা প্রতিশ্রুতির আবেশে।
দূরে এখনও আসছে কান্নার রোল-
সৃষ্টির অহঙ্কারে বাতাসের কানে কানে
আকাশ-বাতাস-ম্লান
করেছি মিছিল স্বার্থের সংলাপে ভ্রান্তির প্রলাপে।
যারা চলে গেছে রেখে দিয়ে—কোন স্মৃতি
আজ নয়
আগামী দিনেও থাকবে মেঘের মিছিলে—
তারাদের মধ্যমণি হয়ে।
একরাশ হাসি যেন পূর্ণিমার চাঁদ
কলঙ্কের বোঝা নিয়েও কলঙ্কিত নয়।
অন্ধকার রাতে মোমবাতি জ্বেলে
কিছু বিধ্বস্ত মুখ—দ্বিধাগ্রস্ত চোখ।
অস্ফুটো চিৎকার জানিয়ে করবে শেষ—আমাদের পথ চলা,
অনেক স্বপ্ন—অনেক সংস্কার আলেয়ার সাথে কথা বলা।
কিন্তু যারা চলে গেল
ফেলে গেল কিছু-স্মৃতি-ক্ষোভ-বিস্ময়
তারা আর ফিরবে না
ফিরবে না কোনোদিন, কোনো প্রাতের স্নিগ্ধ বাতাসে
ভাসাবে না—তাদের প্রকট স্বপ্ন।
নয়তো অমাবস্যার ঘন আঁধারে
শুধু অসম্পূর্ণ কিছু চিৎকার বাতাসে বেড়াবে ভেসে—
তৃষ্ণার্ত বাতাসে—চাতকের মতো।
আমরা সবাই ব্যস্ত-পৃথিবীর ঘূর্ণিপাকে

কেউ ফিরে চাইবে না কারুর পানে
স্বার্থের লুকোচুরিতে হারিয়েছি যাকে।
স্মৃতিচারণ করবে না—তৃষিত নয়নে
কারণ—
সব ব্যস্ততা স্বার্থের অঙ্গীকারে আবদ্ধ
তারা বোকা সেজে—বোকার মতো খোঁজে
হারিয়ে যাওয়ার মানে,
কেউ ফিরে চাইবে না
ব্যথা নিয়ে কারুর পানে।

সৈকত সীমান্তে

সুকৃতি আজ বড় একা -
তার চোখের জল মোছাবার মতো সে কাউকে পায় না -
এখন বোঝে সে কত বড় বোকা।
হিসাবের অঙ্কে মেলেনি জীবনের ছক
জীবন গড়ার মুখে -
সুন্দরী বুদ্ধিমতী - অহঙ্কারী এক নারী -
সব বন্ধুদের কাছে সে ছিল ত্রাস।
ঘটনার কালস্রোতে -
চোরাবালিতে বারবার পা ডোবে
কিন্তু তার বুদ্ধিমত্তায় পার পায় বারবার।
শেষবারে যে চাকরি করে -
সেখানে সে মন দেয়,
মন দেয় সে কাজে -
কিন্তু মনটা চুরি হয়ে যায় কারুর কাছে।
বয়সের তফাৎ অনেক, তাতে কি?
তারা তো বিয়ে বা অন্য কিছু, ভাবেনি
শুধু অফিসে কাজের ফাঁকে
একটু আধটু সময়ের নিরিখে -
বাড়ি ফিরে - টেলিফোনে কথা
সুকৃতি বাড়িয়ে যায় দিনে দিনে
জর্জরিত ভালোবাসার ঋণে।
সুকৃতির চিন্তা নেই -
ঘুম থেকে তোলা - ঘুম পাড়ানো -
সবই করে দেয় সৈকত।
সম্পূর্ণ দায়িত্ব -
সুকৃতি - সৈকত ফিরে পায় স্থায়িত্ব।
কল্পিত জীবনের মানে -
সৈকত শুধু বয়সে বড় নয় -
বিবাহিত - একটি বড় সন্তান গুড়িয়া

সুকৃতির - তাতে বাধা নেই
সৈকতকে পেতে - সে মরিয়া।
ভাগাভাগি - আংশিক সময়ে
সব কিছুর জন্যই সে তৈরি
রঙিন স্বপ্ন - স্বপ্নের আলেয়া সব গ্রাস করল -
সৈকত সাজাতে লাগল জীবনের ছক
কীভাবে দুটো - সংসারকে করবে পালন।
কীভাবে করবে সে সামঞ্জস্য
কখনো তার মনের দাবানলে
সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যেত
কখনও বা হিমেল বাতাসের
স্নিগ্ধ আমেজে - নিজের কোষগুলোকে উজ্জীবিত করত।
ছোট্ট সুন্দরী সুকৃতি -
অন্য কারুর সাথে কথা, ঘোরাফেরা
একদম পছন্দ নয় সৈকতের
সুকৃতির মনে শুধু সৈকত -
আর সৈকতের মনে শুধু সুকৃতি।
এরই মধ্যে সৈকত-এর মায়াবী প্রেম -
উন্মুক্ত হয়েছে তার পরিবারের হাতে-
তাতে কি যায় আসে!
যখন মনের কোণায় প্রজাপতি বাসা বাঁধে।
শেষ মেশ সুকৃতি খেলা জিতে নেয় -
সৈকত ও সুকৃতি বাঁধে বাসা -
বেশ কয়েক বছর কেটে যায় - আনন্দের আতিশয্যে।
সৈকত রাজি ছিল না - নতুন কোনো সদস্য আসুক
সুকৃতি মেনে ছিল ভালোবাসুক বা না বাসুক।
কালবৈশাখীর ঝড়ের মতো
এক সময় আসে -
সবকিছু লন্ডভন্ড করে আসে -
সুকৃতি তার যৌবন হারিয়েছে, সৈকত হারিয়েছে প্রেম।
সৈকতের পুরোনো অভিমান

ভেঙে চুরমার - মেয়েকে দেখে -
সে ফিরে যেতে চায় - আলোর মুখোমুখি
সুকৃতি অসহায় -
কোনো প্রমান রাখেনি সৈকত শুধু যাত্রি নিবাস।
আকাশের পানে চায় সুকৃতি
কাল ক্রমে সে হারিয়েছে
বন্ধু - আত্মীয় সব।
হারিয়েছে সে তার ভালো চাকরী
কত স্বপ্ন ছিল জীবনকে নিয়ে জীবনের প্রতিদান -
কিন্তু আজ সে কোথায়?
কোন্ নক্ষত্রের পদস্খলনে -
ভস্মীভূত হল স্বপ্ন।
সময়ের জ্ঞান না জ্ঞানের সময় অপারগ।
অনুতপ্ত - বিধ্বস্থ - সুকৃতি একা কাঁদে -
চোখের জলের মূল্য - বোঝে না আজ
নিরূপায় - নিরুত্তর সুকৃতি -
গেল দিন - পর্যূদস্ত - পশ্চিমী ঋণ।
সে নিঃস্ব - ঋণে ও মনে-
কাঁদে ব্যাকুল নয়নে।
বিধ্বস্ত সুখ স্মৃতিগুলো - যেন গুমরে গুমরে কাঁদে
যার নেই কুল -
নেই হারিয়ে যাওয়ার অবকাশ।
হিসাব মেলেনি
নিঃস্ব মনের কোণে আশা দেয় জোনাকি
কান পেতে শুনি -
তারারা পড়ে খসে - দূরে শুধু একাকী,
নির্জন - গভীর একাকী।

আমার চোখে উজ্জ্বল সমাজ

অরুণিমা!
তোমার মুখে সারাক্ষণ শুনি ভারত ভ্রমণ–
ভারতের শহর, গ্রাম, মাঠ-ঘাট, নদী
অনেক লেখা– সাহিত্য, অনেক উপহার
সত্যি-সত্যি আমি গর্বিত তোমার জন্যে
তোমার লেখার জন্য
কিন্তু আমার মনে হয়
তুমি আজও অসম্পূর্ণ।
ভাব– উজ্জ্বল আকাশে চাঁদের খিল খিল হাসি
যা তুমি দেখেছ
কিন্তু পাহাড় ঘেরা নিঝুম জলাশয়
তুমি-আমি, আমি আমাদের পূর্ণিমা,
আমার ডাক প্রতিধ্বনি হবে–
তুমি দেখনি– সেই প্রতিধ্বনির মায়াবী বন্ধনকে
তুমি দেখতে পাওনি জল-মাটি-পাথর-ঘাসের অনুতাপ
মর্যাদাহীন-বিক্ষিপ্ত ক্রন্দনকে।

অরুণিমা-
তুমি আজও দেখনি-
পাঁচ ছেলেমেয়ের মুখে আধপেট ভাত
শেষে মা নুন লঙ্কা দিয়ে ভাতের ফ্যান
কি হবে আমাদের দর্শন, এত বেশি জ্ঞান।
মায়ের শত ছিন্ন কাপড়
আর বারো বছরের মেয়ে ঘরের ভিতরে বন্দি
শুধু চাই এক টুকরো বস্ত্র,
লজ্জা নিবারণ!-সে তো বিলাসিতা-
শুকনো কথা - সব বিবস্ত্র।
যে ছয় বছরের ছেলেটি-হরেন এর চায়ের দোকানে কাজ করে
শিক্ষিত বাবুদের চা দেয়

তার লালসাহীন দৃষ্টি-হাত কেঁপে চা পড়ে যাওয়া
এক অপরাধ-
ছেলেটা তো আমার নয়- সভ্য সমাজের নয়
অসহায় হত দরিদ্রের আবার জীবন!
এ-তো জীবন জিজ্ঞাসা।
শিক্ষিত সমাজ, বিক্ষিপ্ত- দুর্বলের অসহায় দৃষ্টি
এটা মনের আলোক-না মনের অমাবস্যা।

অরুণিমা-
তুমি আজও উপলব্ধি করতে পারো না
তোমার ফেলে দেওয়া খাবারের উচ্ছিষ্ট
যেটা ফেলেছ রাস্তার কুকুরদের জন্য
কিছু গননাহীন বাচ্চা খেলায় মেতেছে
কুকুরের অংশ থেকে তারা জিতে নেবে খাবার-
অদৃশ্য মাংস হবে তাদের আহার।
যে মা পর পর চার মেয়ে সন্তান
প্রসব করে- স্বামী ও শাশুড়ি দ্বারা প্রহৃত
এক কাপড়ে, চার মেয়েকে নিয়ে বিতাড়িত
কে শুনবে তার অভিযোগ! মনের ব্যাকুলতা-
বাচ্চাদের দু'মুঠো খাবারের জন্য তাঁর শরীরটাকে রাখে বাজি
আর তুমি- আমি আঙুল তুলে বলব
মেয়েটা অসভ্য- বর্বর- পাজি।

অরুণিমা-
তুমি কি এমন ছেলে দেখেছ-
মায়ের চিকিৎসার জন্য- এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছোটে কিছু টাকার জন্য
না- আমরা এগিয়ে আসিনি
আমাদের দুর্বল মন কোনো কথা বলেনি হারিয়ে যাবার ভয়ে
শেষমেষ- সে পেয়েছে- টাকা পেয়েছে-
এক সৎ প্রতিভাকে কবর দিয়ে
মিথ্যে বদনাম নিয়ে জেল খেটে-

এক সমাজের নামী লোককে গর্বিত করে
এই অনন্ত শূন্য সংসারে নিজেকে দগ্ধ করে।

অরুণিমা-
তোমার সুন্দর ভারতবর্ষে সবকিছু দেখেছ
দেখোনি- জীবন কাকার দুর্বিষহ মরণটাকে।
দু'বারে একটি হাত, একটি পা যন্ত্রে কেটেছে শুধু কিছু টাকার জন্য
দুই অসহায় মেয়ের বিয়ের জন্য,
ভেবেছিল মেয়েরা শেষ জীবনে- খাবার তুলে দেবে।
স্বপ্ন সত্যি হয়নি
কিন্তু তার বাবা কথা রেখেছিল
বিয়ের পণের জন্য
নিজের শরীরটাকে বাজি রেখেছিল।
জীবন তাকে দুঃখ দেয়নি-
তার একটি অক্ষত পা ও হাত তার আহার যোগাতো-
কেউ এগিয়ে আসেনি- তার অপরিষ্কার দেহটাকে- পরিষ্কার করতে-
কেউ এগিয়ে আসেনি তার যন্ত্রণার জতুগৃহে
'জীবন' পেয়েছে জীবন্ত উপহার মানুষ নামক এক বিগ্রহে।

অরুণিমা-
এই হার জিতের মেলাতে
তুমি চোখ দুটো খোলো- খোলো তোমার মনটাকে-
দেখবে আমাদের শরীরের মতই- ভারতবর্ষ,
কোথাও মন্দ, তো কোথাও ভালো
কোথাও ধ্বংস তো কোথাও সৃষ্টি।
আমাদের ছোট্ট জীবন, জীবন সংকীর্তনে একটু আলো মাখো
নিজেকে প্রকৃতির কাছে নিয়ে এসো
উজ্জ্বল করো মন ও মনের দৃষ্টি
প্রকৃতির নিয়মে আমরা মানুষ
এই দেবালয় এক অপরূপ সৃষ্টি।

দ্বিধাগ্রস্ত চাঁদ

জন্মের কোন্ শুভক্ষণে
বাঁকা চাঁদ জানায় - মিনতি
উন্মাদনায় আসে দ্যুতি।
কত পথ হাঁটতে হবে কে জানে?
কত সময়কে সাক্ষী করে আমার আবাহন
কতই না বিসর্জন।
এক অদৃশ্য লেখনি গ্রাস কার আছে জীবনের মায়াজাল
সম্পর্কের বাতাবরনে কখনও প্রকাশ পায় কখনও হারিয়ে যায়
এ যেন মায়াবী সংকলন।
তবুও চলতে হবে পায়ে পায়ে
এগিয়ে চলার রাস্তায় উন্মাদের মতো - চেয়ে থাকা।
দ্বিধাগ্রস্ত চাঁদ কখনো অস্থির
কখনো বা দৃষ্টির উচ্ছ্বাস কেবলই বাঁকা।
একটা জন্মদিন জাগিয়ে রাখে সামনের জন্মদিনকে,
কে জানে– লেখনির সংকীর্ণতায় কখন স্পর্শ পাবে আলোর।
কখনো সূর্যের বিক্ষিপ্ত ছটায় হারিয়ে যাবে ব্যাপ্তি
নিজেকে জানার আশায় সংকীর্ণ ভালোবাসায়।
মনেরও আবেগে অনন্ত সুখে যা ছিল - চেনা অচেনার বেশে
ধরায় - ছিল যে পর–
সকলেরও সংলাপ মনেরও গভীর
সে যে ছিল - প্রিয় - আপনারও আলয়।

রাত্রির নীরবতা

রাত্রি-
আমি তোমাকে খুঁজি,
তোমার নিঃস্তব্ধতা আমাকে করে মুগ্ধ
তোমার মনে আতঙ্ক তুমি ছড়িয়ে দাও
দাবানলের মতো, নিজেকে করো বিভীষিকা।
তোমার কালো ছায়া
পুরুষকে করে কাপুরুষ
নারীকে বানায় অদ্ভুত আবর্তে,
মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করায় দুটি শরীরকে।
তোমাকে যারা আহ্বান করে
তারা তোমাকে ছাড়া অপরকে করে প্রলুব্ধ
কিন্তু তোমাকেই করে শিখণ্ডী।
তুমি যেন স্থির
সময়কে সাক্ষী রেখে - তোমার পথ চলা।
কারুর স্বার্থের অবকাশে তোমাকে পাবে না -
আবার তোমার অবকাশ মিলিয়ে যাবে ক্ষণিকের ছায়ায়
ক্লান্তির হবে অবসান
পৃথিবীর ক্লান্তি যাবে মুছে ক্ষণিকের জন্য।
আবার এক রাশ জীবনের সংগ্রাম
গতিশীল পৃথিবীর জীবন পঞ্জিকা -
কর্ম - অকর্মের মাঝে
তোমার কালো ছায়া দেখায়
প্রকৃত জীবনকে অনুভব করতে।

বিরূপ-বিভ্রান্তি

হায় কবি!
তুমি কি তোমার কলমে এখনও প্রেম লেখো!
তুমি কি তোমার মনের মণিকোঠায় কোনো জায়গা রেখেছ?
যেখানে প্রেম বললে কবিতা চলে আসে?
তুমি কি জেনেছ!
আজ প্রেম সময়োপযোগী।
প্রেম বললে-আসে চরম বিভ্রান্তি
আসে বুকে চাপা আর্তনাদ।
প্রেম শব্দের মধ্যে লুকিয়ে থাকে এক ভয়াবহ বিষ-
যা ভালোবাসায়—বাসা বাঁধে না
যা বিশ্বাসকে ছুড়ে ফেলে দেয় ক্ষুধার্ত সিংহের মুখে—
যেখানে উপলব্ধির যন্ত্রণা অসহনীয় অবস্থার রূপ নেয়।
প্রেম শব্দটা যেখানে– স্বার্থান্বেষীর-সংকীর্তনে নেমেছে
সেখানে তুমি আর প্রেমের কবিতা লিখো না।
কবি, তুমি প্রেমের অবমাননা করো না আর—
আমরা সবাই ঠকে যাব বারে-বার।
প্রেমকে ওরা নিয়ে এসেছে পানশালায়
ওরা বন্দি রেখেছে জতুগৃহে
ওদের সংশয় মন প্রেমকে ফেলেছে অবমাননার আবহে।
আমি জানি প্রেমকে দেখতে হবে মিলনের তীর্থক্ষেত্রে, শুদ্ধ চিত্তে,
নির্লোভ আত্মাকে পেতে হাঁটতে হবে নির্জন পথ
হয়তো যেতে হবে কুরুক্ষেত্রে,
এ ব্যথা আমার নয় এ ব্যথা তোমারও
তুমি সরে এসো তোমার লেখনি নিয়ে।
মনকে বলো তুমি হতে পারবে না কাপুরুষ
কালের সঙ্গে যুদ্ধ করে তুমি হবে কালপুরুষ।

কালের—কালান্তর

আমার শৈশব যেন শৈশবেই হারিয়ে ফেলেছি
কৈশোর যেন লুকোচুরির খেলা পথে পথভ্রান্ত।
যৌবনে আমি দেখেছি তোমাকে দূরের শব্দ তরঙ্গে
হয়েছি লক্ষ্যভ্রষ্ট।
তোমার জীবনের লক্ষ্য, আমাকে তোমার কাছে এনেছে
আবার—
তোমার স্বার্থপরতা, অহঙ্কার আমাকে দূরে ঠেলে দিয়েছে।
তোমার নির্মল চাহনিতে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা জেগে ওঠে
জেগে ওঠে মানসিক বিভ্রান্তি
সেই বিভ্রান্তিতে আমি নিজেকে দিয়েছি পুড়িয়ে
শরীর ও সংস্কার একসাথে কুড়ায়ে।
তোমার মানসিক উচ্ছ্বাস-
আমার কাছে বিভীষিকার রূপ নেয়,
তোমার না পাওয়া হিংস্রতা
কখনও যেন পৈশাচিক বর্বরতাকে হারিয়ে দেয়-
তবুও আমি অসহায়ের মতো দেখি সর্বনাশের মায়ার খেলায়,
যেখানে আমরা সবাই মিশে আছি নিত্যকালের বিষাদগ্রস্ত বেলায়।
জীবন যখন জীবিকার কাছে পর্যুদস্ত
জীবন যখন হয়ে থাকে কিংকর্তব্যবিমুখ
ঠিক তখনই বিষাদের ছায়া নামে দেহে ও মনে,
তোমার ভালো থাকাটা-কাল্পনিক
কারণ
দ্বন্দ্বের দাবানলে সব যাবে জ্বলে
জীবনে না হয় মরণে।

রঙিন রৌদ্দুর

আমি পৌষের আকাশে রৌদ্দুর হতে চেয়েছিলাম।
তুমি যখন অলস দুপুরে—মাদুর পেতে ছাদে বসেছিলে
আমি চুপটি করে অপেক্ষায় ছিলাম
কখন তোমাকে ভিজিয়ে দেব আমার সজীব ছটায়।
তুমি ঠিক তাই চেয়েছিলে
শীতের স্নিগ্ধ রোদ গায়ে মেখে নিতে
শুষে নিতে আমোঘ শক্তি
যা তোমাকে—তুমি করেছিল
করেছিল নতুন এক স্বপ্ন—
যা—কাল থেকে কালান্তরে দেবে পাড়ি,
তুমিই হবে সেই নারী।
আমি আমার স্বাতন্ত্র্যকে রেখেছি
আমি পৌষের আকাশে রৌদ্দুর হতে চেয়েছি।
আমায় যখন পশ্চিম আকাশে ঠেলে দিল
বলল— 'তোমার সময় শেষ'।
রাগে আমার শরীরটা লাল হয়ে গিয়েছিল
'এত বড় আকাশ - আমার একটু জায়গা হবে না'?
'সবাই এত স্বার্থপর'!
আমি শুধু চেয়েছিলাম তোমায় দেখতে
তোমার উজ্জ্বল চাউনিতে আমার ম্লান আভা মিশিয়ে দিতে।
না - আমি হারতে শিখিনি-
কাল আমি আবার আসব
আমি আবার তোমাতে ভাসব।
চাঁদের মতো আমারও হোক কলঙ্ক -
তা আমি মেনেছি
তাই
আমি পৌষের আকাশ রৌদ্দুর হতে চেয়েছি।

আবার এসেছি ফিরে

আমি আবার এসেছি ফিরে
নীল আকাশের ভিড়ে
দু-চোখের তারা যেন স্বপ্নে বিভোর,
রাত জেগে থাকা স্মৃতি
জীবনের বিস্মৃতি
দগ্ধ মনের কোণে শুষ্ক অধর।
আমি আবার এসেছি ফিরে
তোমার স্বপ্ন ঘিরে
যত দূর চোখ যায় চোখের ভাষায়,
স্বপ্ন শূন্যে ভাসে
ক্ষত বিক্ষত ত্রাসে-
হারানো মনকে ডাকি অসীম আশায়।
আমি আবার এসেছি ফিরে
মায়াময় নদীর তীরে
তোমার স্বপ্নে ওড়ে ওই নীলাকাশ।
আমি একা একা সুর তুলি
নিজেই নিজেকে ভুলি
দিনের দিগন্ত মাঝে-অনন্ত বাতাস।
আমি আবার এসেছি ফিরে
নীলিমার নীল চিড়ে
স্বপ্নের আলোছায়ে দেখতে তোমায়।
দু'চোখের নিঃশ্বাসে
ভাষাহীন বিশ্বাসে
চিরকালে চিরতরে হারাতে তোমায়।

তুমি-হীন

তুমি যখন আলোর শহরে পা রাখলে
রাস্তাগুলো তোমার হাত ধরত—অযথা,
তুমি যখন ক্লান্ত দুপুরে
হাঁটতে হাঁটতে অজানা মন্দিরে ঢুকতে
আমার জন্য, আমার মঙ্গল কামনায়
নিথর মূর্তিও শুনত তোমার কথা।
একটু একটু করে যখন
আমাদের গল্প লেখা হচ্ছে
দাড়ি, কমা ও কোলোন নিয়ে আমি আমার মনকে বাঁধছি,
ঠিক তখনই
তুমি মাঝপথে গল্পটা থামিয়ে দিলে
হঠাৎ কোনো যন্ত্রণার সংকীর্ণতা আমাকে নিয়ে এল অন্তিমে
কিছু শব্দের আলিঙ্গন আর সব বৃথা।
এই অসম্পূর্ণ গল্প পাবে না-
পাবে না কোনো স্থান-কোনোখানে
যার নেই কোনো মানে।
আমি এই গল্পের স্মৃতি নিয়ে আছি
আছি কিছু দিন-
রোদহীন, বিবর্ণ গাছ, রাস্তা-মন্দির
সব কিছু নিথর তুমি হীন।

আমি তারই অপেক্ষায়

আমি জীবনের রামধনু দেখেছি হয়ে তৃষ্ণার্ত - ধূ ধূ মরুভূমি
বালির সমুদ্রে—এক বিন্দু জলের আশায়
খুঁজেছি জীবন - পথ হারানো পথিক আমি।
চারিপাশে শুধু মরীচিকা
ক্লান্ত চোখের দুই কোণে জল
একটু একটু নিঙরে নেওয়া মানসিক বিষাদ—অতল।
পথিক বাড়িয়ে হাত অজানা সংকেতে ভাসে
মেঘের জলকণায় হাত ভিজিয়ে নাও
নিঙরে-ফিরে আসে, তবুও হাসে
তৃষ্ণা যদি মেটে।
এক বিন্দু জল সমুদ্রের বালুকণায়
আমার অপেক্ষা শত শত বছর
ভীষণ বিভীষিকায়—
আমি তারই অপেক্ষায়।

রামধনু ও সাত রঙ

আমি রামধনু হতে চেয়েছিলাম
গোধূলির ম্লান আভায় দেখেছিলাম এক সতেজতা,
অকৃত্রিম ভালোবাসার ব্যাকুলতা।
তুমি যখন সন্ধ্যাকে আলিঙ্গন করেছিলে
মন ও মননকে সাক্ষী রেখে
রামধনুর আভায় তোমায় দেখাচ্ছিল উজ্জ্বল
তোমার নির্মম মনটা হয়ে উঠেছিল প্রাণোচ্ছল।
যারা শুধু রামধনু দেখল- তারা সাতটা রঙ খুঁজে পায়নি
পায়নি রঙের উষ্ণ আবেগ, পায়নি রঙের উন্মাদনা।
কিন্তু যারা তোমাতে রামধনুর মিলন দেখল
তারা সাতটা রঙ চিনতে শিখল-
দেখল রঙের জীবন - জীবনের প্রকাশ
দেখল-রামধনু ও তার রঙের সততা।
আর তখনই- আমি রামধনু হতে চেয়েছিলাম
তোমার নিস্পাপ মনটাকে রাঙিয়ে দিতে।
তোমার মন গোধূলির আলোতে
সব এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ
আমি তোমাকেই চেয়েছিলাম
তাই আমি রামধনু হতে চেয়েছিলাম।
যখন বুঝেছিলাম তোমার প্রার্থনা–
গোধূলির ম্লান আলোয় রামধনুর রঙ মাখবে
সাতটা রঙের ভেলায় তুমি ভাসবে
তুমি আবার ফিরে আসবে
রামধনুর সাথে আমায় ভালোবাসবে
তখনই আমি তোমাকেই খুঁজেছিলাম
আর আমি
সুনীল আকাশে রামধনু হতে চেয়েছিলাম।

অপেক্ষা

তুমি যে দিন হঠাৎ সামনে এসেছিলে
তোমার সারা মুখে রঙ আর আবীর-
আমার মনে হচ্ছিল তোমার গায়ে আরো রঙ লাগাই
আর সেই রঙ আমার গায়েও আসুক।
আমার লাজুক হাত দুটো কেমন অসাড় ছিল
মনটা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তোমায় মাখাতে রঙ
হঠাৎ তুমি ছুটে এলে
আমি পালাতে পারতাম
তোমার হাতে রঙ– সাদা পাঞ্জাবী
সব যেন আমাকে করেছে অস্থির তোমারই কাছে।
তুমি হঠাৎ থমকে দাঁড়ালে
তোমার শক্ত হাত দুটো আমার কপাল ছুঁয়ে
আলতো স্পর্শ - লম্বা কালো চুলে।
আমার সারা শরীরে শিহরণ তুলেছিল
আমি স্তব্ধ-স্থির-বিস্মিত স্বপ্নের বাস্তবে।
উত্তাল সমুদ্রে এক ছোট্ট নৌকা
আমি জানি না তোমার মনটা
আমি ঠিক কী পেলাম
মনে হচ্ছিল রঙিন চুলে বিদ্যুতের ঝলকানি
আমাকে জাগিয়ে দিয়েছে অন্ধকার থেকে আলোতে।
তুমি যখন অন্যদের রঙ মাখাতে চাইছ
আমি স্বার্থপরের মতো হিংসার আগুনে জ্বলেছি
না-তুমি আমায় দেবে রঙ,
তুমি আমার কাছে করবে জোর
আমার লাজুক মুখ তোমায় বলে দেবে–
আমার না বলা কথা।
আমার অস্থিরতা বেড়েছিল-সময়ের জন্য
সূর্য আস্তে আস্তে হেলে পড়ছে পূব থেকে পশ্চিমে
তোমায় না পাওয়ার যন্ত্রণা-রক্তের প্রতিটি কণায় ও মনে।

আমার-আকুল মিনতি ছিল সূর্যদেবের কাছে
আরো আরো কিছুক্ষণ
আমার রঙ আমায় দাও ফিরিয়ে।
না-হয়নি
আজও আমি অপেক্ষায়
তোমারই আশায়।
আমি আমার সত্তাকে হারিয়ে
বলতে পারিনি কোনোদিন।
কোনোদিন হয়নি বলা তোমায়
গহন অরণ্যে দাঁড়িয়ে ডেকেছি কত তোমায়।
গভীর অন্ধকার জানে আমার ব্যাকুলতা,
জানোনি তুমি
কষ্টিপাথরে মাথা ঠুকেছি তবুও - বোঝোনি তুমি।
আজও তোমার রঙ আমার সাথে–
আজও তোমার দ্যুতি, আমি রেখেছি মনের মণিকোঠায়।
যদি আবার বসন্ত আসে
তুমি সাদা পাঞ্জাবী - হাতে রঙ নিয়ে আসবে আমার কাছে
আমি আর লাজুক হয়ে তোমাকে হারাতে পারব না।
বসন্ত তুমি এসো
তুমি এসো আর একবার
আমার বিরহ রক্ত কোষগুলি, বেলা শেষের অহঙ্কার-
সব হারিয়ে বলব - আমি তোমার
তোমারই রঙ, তোমার রঙিন হাত
পাল্টে দেবে আমার বিষণ্ণ জীবন।
আমি শিহরিত নয়নে বলে উঠব
এ রঙ আমার জীবনের
এ আলো আমার মরণের
আমার ভালোলাগা, তোমার স্মরণে
আর ভালোবাসা তোমার চরণে।

জীর্ণ পাতায়-জীবন্ত স্পর্শ

অনেক দিন পরে - পুরোনো পাতা
সযত্নে রাখা - ছেলেবেলার নতুন বই
হঠাৎ যেন খুঁজে পাই স্মৃতি
কিছু হাতের ছোঁয়া
বন্ধ চোখ, বন্ধ সময়ের কলতান
এনে ফেলেছে মায়াময় বিস্মৃতি।
বৃদ্ধ-জরাজীর্ণ পাতাগুলি- যত্নের জন্য - আকাঙ্ক্ষিত
না - ভালোবাসার মায়াজালে আগলে রাখা কিছু কথা
সময়ের সংকীর্তনে হারিয়ে যাওয়া কিছু ব্যথা
স্মরণ করিয়ে দেয় ভবিষ্যতের ইতিহাস
এটাই কাল - কালের পরিহাস।
আজ জীর্ণ বইগুলোতে - গন্ধ নেই,
নতুন পাতা খোলার ছন্দ নেই
আগলে রাখা মানুষটার অস্তিত্ব নেই
আছে কঠোর হাতের মায়াবী স্পর্শ,
কিছু বাতাস ঘিরে রাখা শব্দ
কাল্পনিক পদধ্বনি
কালের সমাদরে-পশ্চিম আকাশে মৃদু গুঞ্জন শুনি।
উপহারের কবিতার বই—কেনো প্রয়োজন ছিল না
আগলে রাখার স্বপ্নে—ব্যাকুল কিছু মন
অস্পষ্ট গানের কলি আর নীল আকাশের চাঁদ-
সবই ক্ষণকালের, সবই দৃষ্টিহীন প্রতিশ্রুতি, সবই আপন।
জীর্ণ পাতার ফাঁকে যে নিমপাতা
আজও জাগিয়ে রেখেছে কিছু কথা
শৈশব স্মৃতি-লুকোচুরি, দোল খেলা
জেগে ওঠা কৈশোর - ফিরে দেখার মেলা।
বৃদ্ধ পাতার এক কোণে যে বেলপাতা
সে গাছ আজ আর নেই
পাতার গন্ধ মনে করিয়ে দেয় কত স্মৃতি

কত বিক্ষিপ্ত জীবনের মালা গাঁথা।
এই তো কাল - কালের বিস্মৃতি।
এই উদ্‌ভ্রান্ত পাতার চাহনি
মনে করিয়ে দেয় কালের কলধ্বনি-
আমি-তুমি-সবাই এই উদ্‌ভ্রান্ত পাতার মতোই ব্যাকুল
ব্যাকুল দিন যাপনে নয়
ভবিষ্যতের ইতিহাসের জন্য
কাল-কল্লোলিনীর জন্য।
শুকনো বই—জীর্ণ পাতার ভাবলেশহীন গন্ধ
সেই গন্ধ বুকে ভরে নিই
এক বুক গন্ধ-
গন্ধের মাধুর্য—গন্ধের মায়াবী রঙ
যেন নিঃশব্দ রাত্রির বোবা কান্নার মতো
পূর্ণিমার খোলা আকাশে কলঙ্কিত চাঁদের মতো
যা, আমাকে দেখায় সত্যের স্বরূপ
এ মায়াবী স্মৃতির কলতান মনেরও গহীন অপরূপ।
সবাই ব্যস্ত সময়ের সংকীর্তনে
আমরা ব্যস্ত স্বার্থের সমাবর্তনে
বৃদ্ধ - উদাস বই আর জীর্ণ পাতা
পাতার ফাঁকে ফাঁকে কিছু বেঁচে থাকা স্মৃতি-বিস্মৃতি
নিয়ে আসে জীবন
ফিরে পায় বিশুদ্ধ বাতাসের সুখ
মনে পড়ে কিছু অভিমান-আনন্দ
দুঃখ রাগের ব্যাকুলতা
দু'হাত বাড়িয়ে কোলে নেওয়া
সস্নেহে উজ্জ্বল তারাদের মুখ।
ফিরে পায় জীবন-ক্ষণিকে
শুষে নিই-অভিমানী সুখ
স্নেহের জীর্ণ হাত
আর উজ্জ্বল তারাদের মুখ।

আমার অবস্থিতি

আমার জন্মের প্রথম চিৎকার স্মরণ করিয়ে দেয়—
আমার জীবন শুরু হয় শিকলের বাঁধনে।
আমার ভালোবাসার যেদিন জন্ম হয়
ঠিক সেই দিনই মৃত্যু হয় ভালোলাগার।
আমার কল্পনার যেদিন প্রকাশ হয়
সেই দিনই কবরে চলে যায় কল্পিত রূপ,
আমার বন্ধুত্বের শুভক্ষণে
হারিয়ে যায় বন্ধুর ভাবাবেগ।
আমার কর্তব্যের প্রতিশ্রুতি বুঝিয়ে দেয়
আমার নৈরাশ্য-বেদনা,
আমার ভাবনার প্রেক্ষাপটে দেখতে পাই
প্রতিচ্ছবির অকালবোধন।
আমার অবজ্ঞা দেখিয়ে দেয়
স্বার্থপরতার বাতাবরণ কোথায় ও কেন?
আমার বিতৃষ্ণা প্রমাণ করে—
আমি জিতে গেছি হারতে হারতে।
আমার প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করে—
আমি আমার রক্তমাংসের শরীরটাকে টেনে নিয়ে বেরোচ্ছি
অতৃপ্ত স্মৃতির টানে
যার—
শুরু হয়—শেষে থেকে, প্রজন্মের এক প্রান্তরে।

আমার চোখের দেখা

ত্রিশ বছর আগের স্বপ্ন আজও যেন জীবন্ত
উন্মত্ত বদলের মতো চঞ্চল, আনন্দের নন্দরানী-
এ যেন আমারই মনের অম্লান বাণী।
এক মেঠো রাস্তার গ্রাম
শেষ প্রান্ত এক ছোট্ট স্কুল
আমি যাব স্কুলেই।
রাস্তায় বাহন বলতে সাইকেল ও গরুর গাড়ি
না আছে কেনো মজবুত বাড়ি।
আমি অচেনা রাস্তায় এক অচেনা যাত্রী -
যখন অনেক প্রশ্ন - মাথায় ঘুরছে
কোথায় পাব 'বাস্তার' স্কুল
হঠাৎ রাস্তা আগলে চারমূর্তি
স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে -
অদ্ভুত চঞ্চলতা মুখে ও দেহে : ''তু কোথা যাবি রে?''
আমি প্রায় নিজেকে হারিয়ে উত্তর দিলাম - 'বাস্তার' স্কুলে -
''মাস্টার বুটিশ!''
আমি বললাম 'না'
তু কোথা থেকে এসেছিস
বললাম - কলকাতা,
কলকাত্তার বাবু ''দে তোর বাস্কখান''।
বলল 'আয় না সাথে আয়'
শহরের মেয়ে দেখেছি অঢেল
এমন - সুন্দর - সুন্দরায়ন এই প্রথম।
স্কুলে পৌঁছে অনুরোধ চা, জল
আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম
তোমার নাম কি?
'বেদিয়া'-
হঠাৎ যেন হারিয়ে গেল হারায়নি আমার পলকে
সে দিনের প্রতিটি মুহূর্ত আজও কাঁদে একবারের জন্য।

তার উজ্জ্বল চঞ্চলতার
আস্ত নির্লিপ্ত মনে
আমার ছবি ধরা নেই,
কিন্তু কয়েক লক্ষ মেয়ে
শিক্ষা - ধন - সব আছে
কিন্তু আমার চোখে
এখনো সে আনন্দের নন্দরানী - সঞ্চারিনী।
একটি নিঃস্বার্থ কণ্ঠস্বর, এক নিষ্পাপ দৃষ্টি
এক সরলতা ভরা চঞ্চলতা, সংকেতিক সৃষ্টি -
যা আমার মনে আজও- অবিচল।
উন্মত্ত বাতাসের ঘ্রাণ,
আজও আমি খুঁজি -তার বাস্তবতাকে
যেখানে কোথাও লুকিয়ে ছিল আলাপন -
নিভৃত - সংগোপন।

কাদম্বরীর কান্না

হায়! কাদম্বরী - আমি তোমাকে দেখিনি,
জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আমি শুনলাম তোমাকে,
শুনলাম অনেক না বলা কথা,
যা ছিল কল্পিত সামাজিক ত্রাসে।
যেদিন তুমি সবাইকে ছেড়ে গেলে চলে
সারাটি দিন জলস্পর্শ করোনি শরীরের স্বতেজতাকে নষ্ট করতে
যাতে তোমার যাওয়ার পথে কেউ না পারে বাধ সাধতে।
কাদম্বরী - তুমি জিতেছ না হেরেছ সে কথাতে আমি আসব না—
যেটা হয়েছে সেটা ভবিতব্য,
তোমার লক্ষ্যে তুমি অবিচল-অব্যর্থ।
তোমার নীরব, নির্মম কান্না-কোনো-সাগরে মিশল না
ধাক্কা খেলো না কোনো পাহাড়ে
দেখলাম সবকিছুর নিঃস্বার্থ বিলীন সম্ভ্রমের আদরে।
তোমাকে মহর্ষি বাড়িতে জোর করে এনেছিল,
এতে বোধহয় অপরাধ কম ছিল
কারণ
জমিদার বাড়ির অন্দরমহলের প্রবেশ -
এক নির্বোধ নির্লোভ শিশুসুলভ বালিকা
যার পরিচয় দারোয়ানের মেয়ে,
যার পরিচয় বাজার সরকারের কন্যা,
যার বাড়ির ভিতরে যাওয়ার রাস্তা ছিল না।

তোমায় এনেছিল যে মহর্ষি–
তার নাম কাগজের মধ্যে প্রকাশ পায়নি
সে ছিল মেরুদণ্ডহীন সমাজের ছদ্মবেশী কাল সাপ—
যাকে তোমাদের মতো লোকেরা ভয় পেয়েও দিত 'অভিশাপ'।
সাহেবদের মন রক্ষা যাদের একমাত্র কাম্য
ওরা কিবা বোঝে সামাজিক সাম্য।

তাদের গর্ব 'আমিই সমাজ, আমি ব্রাহ্ম'।
কাদম্বরী তুমি ভুলে যেও না তুমি বাজার সরকারের কন্যা
আজ তুমি ইতিহাস, আজ তুমি অনন্যা।

এই জমিদার বাড়ির জ্বলন্ত আকাশ
চন্দ্র, রবির জ্যোতিতে বাকি সব ম্লান হয়ে যায়—
তুমি তো এক ক্ষুদ্র ঝরে যাওয়া তারা—
রবির কিরণে ঝলসানো এক উল্কা।
তোমার মৃত্যুর পরেও কেউ জানল না
তোমার শরীরটা ঝলসে দিয়েছে রবির কিরণ
তোমার উন্মত্ত শরীরে ঝলসানো রঙ দেখলাম আমরা
যারা তোমার মৃত্যুর বাণী দেখেছি
জেনেছি দুঃসহ বেদনার, নীরব কান্নাকে-
যে রবি তার কিরণে তোমাকে পারেনি বাঁচাতে—
বরং
তোমার কোমল হৃদয়কে পুড়িয়ে দিয়েছে অজান্তে।
তোমার নিষ্পাপ হৃদয়কে নিয়ে করেছে খেলা—
তুমি ভালোবাসার ভক্তিতে নতজানু হতে চেয়েছিলে এক মুঠো আলো–
যে আলোয় তুমি খুঁজে পাবে পরিচয়
যে জ্যোৎস্নায় কেটে যাবে সব সংশয়।
ওহে কাদম্বরী—তুমি জানতে না—
তোমার ন্যায় অন্যায়ের মাপকাঠি,
তুমি জানতে না কাদম্বরী-
কাদম্বরী, তুমি মানুষ নও, বাজার সরকারের কন্যা।

জমিদার বাড়ি, এইরকম রবিরই তো জন্ম হয়—
জন্মলগ্ন থেকেই তারা জানতে শেখে - মহাঋষির ছায়ায় সব করা যায়—
তাদের কাছে ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে কোনো তফাৎ থাকে না
তাদের ক্ষমতার দাবানল সব কিছু পুড়িয়ে দেয়—
আর তুমি তো এক ক্ষুদ্র বাজার সরকারের কন্যা
তোমাকে তারা দেবে মৃত্যুর প্ররোচনা,
লোকসমক্ষে ওরা দেবে, দিন শেষের সংবর্ধনা—

তুমি বেঁচে থাকবে - অনন্তে - তুমি আজ অনন্যা।

হে কাদম্বরী তুমি বোঝোনি সেদিন
ছদ্মবেশী কবি শুধু তোমাকে গ্রাসই করেনি—
ঠেলে দিয়েছিল এক গভীর অমাবস্যায়—
যেখানে জোনাকিও পথ ভুল করে
আর তুমি তো অশিক্ষার আঁধারে পথ ভুল করে হারিয়ে দিয়েছ তোমার অস্তিত্ব।
তুমি সেদিন বোঝোনি সেই ছলনা
তোমাকে নিয়ে নন্দন কাননে জ্যোৎস্নায় স্নান—
দক্ষিণের বারান্দায় রবির অস্তাচল দেখতে দেখতে কানামাছি খেলা—
ভেজা চুলে মালতীলতাকে জড়িয়ে-উদ্‌ভ্রান্ত নিষকলঙ্ক মনটাকে কলুষিত করা
পাতায় পাতায় তোমার নিষ্পাপ ভালোবাসার গল্প
তোমার ব্যাকুল মনটাকে পাগল করার কল্পনা—
সব কিছু সাজিয়ে ছিল—তোমার এই দিনটার জন্য।
কারণ—
সে জানত শিক্ষা তোমাকে, অশিক্ষার আলো মাখতে দেয়নি
দিনে দিনে তুমি হবে অনন্যা।
কাদম্বরী তুমি বোঝোনি—না বুঝতে চাওনি—
তোমাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে - সময়
না তুমি জেনেছিলে তুমি রবির কিরণে ছাই হয়ে যাবে—
'সময়' সবকিছু সাজিয়ে নেবে—রবির স্পর্শেই
তারও সময় হয়েছিল, আর এক কাদম্বরী সাজানো—
নতুন রঙে রাঙানো।

তোমার অনেক ভুল ছিল
তুমি ভেবেছিলে রবি খুব কষ্ট পাবে— তুমি না থাকলে,
বোঝোনি তোমাকে ব্যবহার করেছে সময়
আবার সময় তোমাকে অসময়ে পরিবর্তন করেছে।
তুমি হয়তো সেদিনও সহ্য করে নিতে-
তোমার ব্যথা - জমে থাকা ব্যাকুলতা- এক টুকরো চাহনি
কিন্তু যখন দেখলে নতুন বউকে নিয়ে নতুন নতুন লেখা

যে লেখায় প্রেমের লুকোচুরি নেই
নন্দন কাননের রঙিন প্রজাপতির ঘ্রাণ নেই
আছে নতুন বউ-এর শারীরিক বর্ণনা -
নগ্ন, নির্লজ্জ শব্দগুলো তোমাকে ব্যথা দেয়নি, করেছিল অভিশপ্ত।
তুমি শুনতে পাচ্ছিলে এক দুর্বিষহ বুক-খালি করা কান্না–
তুমি ভেবেছিলে কবি বিয়ে করতে পারে
কিন্তু তার ভাবনাতে থাকবে কাদম্বরী— নতুন বউঠান,
সে যখন লিখবে—তুমি হবে তার নিষ্পাপ লেখনি—
হায় কাদম্বরী তুমি ভুলে যাও - তুমি - তোমার জন্ম—
তুমি ভুলে যাও তোমার বংশ পরিচয়—
তুমি আর কেউ নও বাজার সরকারের কন্যা—
যদিও তোমার ছিল প্রেম, প্রকৃতি ও ভালোবাসার বন্যা,
আজ তুমি অনন্যা।

কাদম্বরী তুমি কি শুনতে পাচ্ছো—
যারা তোমাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিল—স্বার্থের তাগিদে—
জীবন তাদের ক্ষমা করেনি—
জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শান্তির খোঁজে তারা ঘুরেছে
কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী-মেলেনি তা মেলেনি।
তোমার শেষের মৃত্যু বাণী- প্রকাশ পেয়েছে অনেক পরে—
যাতে জমিদার বাড়ির কলঙ্ক প্রকাশ না পায়
যাতে ঠাকুরবাড়ির দালান থেকে লক্ষ্মী সরে না যায়।
কিন্তু সত্যি সে তো—তারই পথে চলে—
আজ না হয় কাল, সে তো প্রকাশ পাবেই।
যে দিন তুমি চলে গেলে - চিরবিদায় নিলে
তোমার বিবাহিত স্বামী ছিল ব্যস্ত, সেজো বৌঠানকে নিয়ে
তোমার শেষের যাত্রায় পারেনি আসতে
তবে তোমার রবি ঠাকুরপো এসেছিল—
হয়তো নির্মম গঙ্গার স্রোতে মনটাকে জুড়াতে চেয়েছিল।
তোমার ভালোবাসায় রবি দিয়েছিল অঞ্জলি - হয়তো তোমাকে ভালোওবেসেছিল।
কিন্তু উন্মত্ত তরোয়ারি হাতে গর্জে উঠতে পারোনি
বলতে পারোনি—

ঠাকুরবাড়ির দামী রত্নটির নাম কাদম্বরী
বলতে পারোনি -
তোমার ভালোবাসায় রবি গড়েছে প্রাসাদ
রবির কিরণ জ্বলে উঠেছে
পাছে হারাতে–হয় ধন
বলতে পারোনি তোমার চোখের চাহনিই আনে সাধন।

কাদম্বরী—তুমি কেঁদো না—
তুমি তো জেনেছ—তুমি বাজার সরকারের কন্যা
রবির কিরণ আছে—তুমিও সম্পূর্ণা
বিশ্বাসের মণিকোঠায় তুমি অপর্ণা
ভালোবাসার স্মৃতিসৌধে তুমি সম্পূর্ণা
আজ তুমি ইতিহাস—আজও তুমি অনন্যা।

রবির আত্মগ্লানি

হে ঠাকুর, রবি ঠাকুর -
ঠাকুরবাড়ির প্রবাদপ্রতিম পুরুষ—
তোমার সামনে নতজানু হয় কত সাহেব-গোলাম-বিবি-
তোমাকে সবই মানায় তুমি তো কবি—বিশ্বকবি।
তোমার মন যদি চুরি হয়—
উন্মত্ত মাতাল বাতাসও জানে–ওটা উপহাস–
বাস্তবে - তুমি কাপুরুষ।
না–তোমাকে আমি করি প্রণাম-
কিন্তু কাদম্বরীর শেষ লেখনী-আমায় খুব-স্তম্ভিত করেছে-
মানুষ, মনুষ্যত্ব শব্দগুলো ব্যতিক্রমী
নিজের দুর্বলতাকে অন্তরীণ করে বলি প্রণাম—তোমাকে প্রণাম।
কাদম্বরী—সে তো আড়ম্বরহীন
ঠাকুরবাড়ির—বাইরের দালানে বাজার সরকারের কন্যা।
কোনো জ্যোতিই তাকে পারেনি আনতে আলোতে
তোমার কল্পনায় - তুমি চেয়েছিলে -নির্দোষ - দুঃখী - বালিকাকে সুখী করতে।
তোমার কবিতায় - প্রেম -
কবিতার নিরলস কল্পনা—
তার উন্মত্ততায় দিতে আলপনা
তার না বলা ব্যথা - জানতে।
তোমার বিলাসিতার জীবনে, নতুন বৌঠানের রঙ কতটা রাঙিয়েছে জানি না–
তবে বলতে পারি—রবির উজ্জ্বল ছটায় নতুন বৌঠান মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে
তার আশা, আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন সব নীল আকাশ ছুঁয়েছে।
আকাশের রঙ তার শরীরে–
হে রবি ঠাকুর, তোমারই জন্যে নন্দন কানন এখনও কাঁদে বসন্তের অপরাহ্নে।
আমি তোমাকে দোষ দিতে পারি না
তোমার মনের অসৎ জমিটা ছোট্টই ছিল
তুমি এক দুঃখী, দরিদ্র নারীর দুর্ভাগ্যের অনুশোচনার ব্যতিক্রম।
দখিনের বারান্দায় - সূর্য ডুবে যাওয়া দেখতে দেখতে -
তুমি অজান্তেই কাছে এসেছিলে

তোমার কবিতার লাইনে তখন—জ্বলজ্বল করছে গোধূলির আভা-
যা দুটি অতৃপ্ত নগ্ন চোখে বিলীন হয়ে যাচ্ছিল—
আর চঞ্চল মন—মনটাকে খুঁজেছিল।
নন্দন কানন এখনও খোঁজে তোমাদের
শরতের সকালে হালকা বৃষ্টি যখন তোমাদের ভিজিয়ে দিত—
তুমি তোমার নতুন গানের সুর খুঁজে পেতে
আর নতুন বৌঠান খুঁজে পেত জীবনের চঞ্চলতা।
না বলা ব্যথার কিছু মানে
শব্দ সংকলন—তোমারই গানে।
এমন হয়েছে নতুন বৌঠান স্নান সেরে খোলা চুলে - বারান্দায় -
তুমি হঠাৎ এলে, তোমার খাতা ও পেনে
তার দিকে মায়াবী দৃষ্টিতে- শুষে নিচ্ছিলে কিছু সময়
তুমি কবিতার লাইন-রঙ তুলিতে এঁকেছিলে না!
উত্তর আজও অজানা।

কিন্তু নতুন বৌঠানের মনটা - মনের গভীরতায় ব্যাকুল হয়েছিল,
সে স্বপ্নে মেলেছিল তার ডানা,
সে তার উচ্ছ্বাস ও বিরহকে একই সাথে ধরতে চেয়েছিল
যা ছিল তোমার কবিতায় হৃদয়ের নির্মম সংকীর্ণতায়।
হে কবি—তোমাকে কোনো দোষ দেওয়া যায় না
তুমি তো জমিদার বাড়ির রবি—
যার লাল নদীতে বয়ে যায় দাম্ভিক, সম্ভ্রম, সচেতনতা
এই সম্ভ্রম-সচেতনতা তোমাকে আলাদা রেখেছিল নতুন বৌঠান থেকে।
তোমার মনের গভীরের ক্ষত
যেখানে লুকিয়ে বাসা বেঁধেছিল-এক কর্তব্যহীন যন্ত্রণা—
যা তোমার মনকে দুলিয়েছিল
কিন্তু
সামাজিকতা সম্ভ্রম ও লোকলজ্জা
বিষহীন সাপের মতো ছটফট করেছিল
তোমাকে-তোমার পাপবোধের বোকা আর্তনাদকে।
তুমি সে-দিনগুলোতে যতগুলো ভুল করেছিলে তোমার চঞ্চলতায়—

নতুন বৌঠানের সুপ্ত কাতরতায়—
তার প্রতিদান তুমি পেয়েছ
পেয়েছ অক্ষরে অক্ষরে -
যে ব্যাকুল আর্তনাদ ছিল
নতুন বৌঠানের গলায়—শেষ দিন,

তুমি সেই আর্তনাদকে সঙ্গী করেছিলে
আজ-কাল-পরশু।
তোমরা কেউই পারলে না সেটা প্রকাশ করতে
পারলে না সমাজ-সম্ভ্রমকে ছাপিয়ে উঠতে
এক বারের জন্যেও বলতে পারলে না
'নতুন বৌঠান তুমি চলে গেলে বলেই—আমি প্রেমের ব্যাখ্যা দিতে পেরেছি'
আমি হয়তো সারা গায়ে প্রেমের নামাবলি পরিনি
কিন্তু
আমার কবিতায়, আমার লেখনীতে প্রেমের আবেশ ছড়িয়েছি
ছড়িয়েছি তোমার মনেরই রূপকথা যা চিরকালের -
তুমি চলে গেছ, আমিও যাব চলে
কিন্তু শত শত বছর ধরে সবাই পড়বে
কবিতা—সবাই ভাববে ভালোবাসার মানে।
হয়তো বা নন্দন কাননে কোনো অবয়ব বলে উঠবে
''ভালোবাসা—না কোনো লোভ, না চাওয়া-পাওয়ার হিসাবের আভরণ
না কোনো শর্ত বা বিষণ্ণতা-না কোনো দাক্ষিণ্যের বাতাবরণ,
ভালোবাসার এক স্বচ্ছ রূপরেখা শুধুই অনন্তের আলিঙ্গন।''
হে কবি-হে বিশ্বপ্রেমিক-তোমার হৃদয়টা ক্ষত বিক্ষত-
হয়তো বা অভিশাপ-না হয় স্নিগ্ধ আশীর্বাদ,
না ভুলেছ তুমি নতুন বৌঠানকে, না ভুলেছে নতুন বৌঠান তোমাকে—
আর সেই জন্যই তোমার কবিতা-গান-প্রেম প্রকৃতিতে আচ্ছন্ন
তোমার সারাটি জীবনের অপরাধবোধ-নির্মম একাকীত্ব
তোমাকে করেছে পাঞ্চজন্য।

ROHINI NANDAN
19/2, Radhanath Mallick Lane
Kolkata - 700 012, Ph.: 9231508276
Mail to rohininandanpub@gmail.com
Visit us at: www.rohininandan.com

ISBN: 978-93-91572-56-3

Price: ₹200/-